NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ফিরে দেখা ২০২৩: 'নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'

বর্ধমানে গোরু চর সন্দেহে গণপ্রহারে মৃত দুই ৬

কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ৭ পৌষ ১৪৩০ রবিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 24.12.2023, Vol.17, Issue No. 192, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আজ প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ প্রাথমিকের টেট। অন্যদিকে এদিনই আবার লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ হবে কলকাতায়। তার উপর আবার ক্রিসমাস ইভ। স্বভাবতই এই তিন পর্বকে সামনে রেখে শহরে মসৃণভাবে যান চলাচল করানো সরকারের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। শুধু শহর কেন, গোটা রাজ্যেই টেট পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতে যাতে সমস্যা না হয়, সেদিকে নজর সরকারের। টেট পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার বিশেষ কন্ট্রোল রুম চালু করছে। যার নম্বর ০৩৩২৪৭৫১৬২১, ১৮০০৩৪৫৫১৯২। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে।

রাজ্যজুড়ে মোট ৭৭৩টি পরীক্ষাকেন্দ্রে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চলেছেন মোট ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫৪ জন চাকরিপ্রার্থী। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, প্রাথমিকের মোট ১১,৭৬৫টি আসন খালি রয়েছে। সেই আসনগুলিতে নিয়োগ হবে। এই নিয়ে পরপর দু'বছর টেট হচ্ছে। কিন্তু, নিয়মিত টেট হলেও নিয়োগ হচ্ছে না বলে অভিযোগ চাকরিপ্রার্থীদের। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসেও টেট হয়েছিল। সেবার প্রায় দেড় লক্ষ পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হন বটে, কিন্তু আইনি জটে নিয়োগ সম্ভব হয়নি।

গোরুচোর সন্দেহে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোরু চুরির চেষ্টার অভিযোগে গণপ্রহার। আর তাতে মৃত্যু হল দু'জনের। এই ঘটনায় জোর চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের তুরুক-ময়না গ্রামে। গ্রামবাসীর অভিযোগ, গাড়ি নিয়ে গ্রামে গোরু চুরি করতে এসেছিলেন কয়েকজন। তাড়া করায় তাঁদের দু'জন পুকুরে নেমে পড়েন। পুকুর থেকে ওঠার সময় তাঁদের ঘিরে ধরে মারধর করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। পরে দু'জনকে উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। কিন্তু কাউকেই বাঁচানো যায়নি। পুলিশ জানতে পেরেছে, তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা। অন্য দিকে, গণপ্রহারে মৃত্যুর ঘটনায় একটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

বিস্তারিত জেলার পাতায়

সঙ্কটজনক রাশিদ খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী উস্তাদ রাশিদ খান অসুস্থ। বেশ কিছু দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি। সূত্রের খবর, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক। গত কয়েক বছর ধরে শিল্পী প্রস্টেট ক্যানসারে ভুগছিলেন। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছিলেন। এর মধ্যে সম্প্রতি তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (স্ট্রোক) হয়। সেখান থেকেই অবস্থার অবনতি শুরু। ৫৫ বছর বয়সি শিল্পীকে দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। আপাতত ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রাখা হয়েছে শিল্পীকে। আলাদা মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অঙ্কোলজিস্ট, নিউরো মেডিসিনের চিকিৎসকরা নিয়মিত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখছেন।

অপসারিত যাদবপুরের উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে অপসারণ করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সমাবর্তন নিয়ে জটিলতার মধ্যেই সিদ্ধান্ত রাজ্যপালের। রাজভবন থেকে উপাচার্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁকে তাঁর কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। এর পরেই প্রশ্ন উঠছে, আজ কি আদৌ যাদবপুরে হবে সমাবর্তন। আজ যাদবপুরে রয়েছে সমাবর্তন। প্রতি বছর এই দিনেই হয়। সমাবর্তনের জন্য যাদবপুরে প্রতি বছর কোর্টের বৈঠক করতে হয়। তার জন্য আচার্য হিসাবে প্রয়োজন হয় রাজ্যপালের অনুমতি।

পাখির চোখ লোকসভা ভোট

নববর্ষে মুখ্যমন্ত্রীর বহু কর্মসূচি ঘোষণা দলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের আগে জেলায় জেলায় জোরদার কর্মসূচিতে নামছে তৃণমূল। তাই নতুন বছরে একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে ময়দানে নামছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু হচ্ছে আপাতত ছোট ছোট পথসভা, জনসভা দিয়ে। এছাড়া আগামী ২৭ তারিখ উত্তর ২৪ পরগনার চাকলায় লোকনাথধামে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পর আগামী ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতি বছরের মতো ওই দিন আলাদা কর্মসূচি রয়েছে দল ও দলনেত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রীর গঙ্গাসাগর সফর রয়েছে এই পর্বেই। তার পর রয়েছে বইমেলা পর্ব। আগামী ১৮ জানুয়ারি বইমেলার উদ্বোধন করবেন তিনি। সেসব মিটিয়ে আবার উত্তরবঙ্গ সফরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি-সহ আরও কিছু জেলা সেরে যাওয়ার কথা বাঁকুড়া, পুরুলিয়া। পাশাপাশি দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির নির্দেশে নতুন বছরের একাধিক কর্মসূচি চলবে রাজ্যজুড়ে। তার সঙ্গেই গিয়েছে সাসপেনশনের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মসূচির তালিকা। মূলত অন্যায়ভাবে বিরোধী সাংসদদের সাসপেন্ড করার কথা নিজেদের কর্মসূচিতে জানাতে হবে।

কোনও এলাকার মানুষ যাতে বাদ না পড়ে সেইভাবে কর্মসূচি সাজাতে বলা হয়েছে দলকে। এর মধ্যে জন-পরিষেবা দেওয়ার কাজও শুরু করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার-সহ পাহাড়, ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিষেবা প্রদানের কাজ ইতিমধ্যে সেরে এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। একবার ভোট ঘোষণা হয়ে গেলে পরিষেবা দেওয়ার কাজ আটকে যেতে পারে। সেই কারণেই জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রায় সমস্ত জেলা ঘুরে একদিকে পরিষেবা প্রদান ও তার সঙ্গে জনসংযোগের কাজ সারবেন মুখ্যমন্ত্রী।

লোকসভায় বিজেপির টার্গেট বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর: বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। হাতে মাত্র আর কয়েকটা মাস। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতা ধরে রাখতে মরিয়া শাসক দল বিজেপি। এবার ভোটের টার্গেটও বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবারই তিনি দলীয় কর্মীদের জানান, ২০১৯ সালের থেকেও বড় জয় নিশ্চিত করতে হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে গেরুয়া শিবিরের ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে হবে বলেই জানান প্রধানমন্ত্রী।

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া বিজেপির দু'দিনের পদাধিকারীদের বৈঠকের সূচনা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, নতুন বছরের জানুয়ারি মাস থেকেই তিনি প্রতিটি রাজ্যে যাওয়া শুরু করবেন। তা রাজনৈতিক বা সরকারি কর্মসূচি হতে পারে। কিন্তু আপনারা প্রস্তুতি শুরু করে দিন।

প্রধানমন্ত্রী জানান, যদি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পায়, তবে বিজেপির জয় আরও নিশ্চিত হবে। জয়ের উপায়ও বাতলে দেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তিনি জানান, আম জনতার মাঝে গিয়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির প্রচার করতে হবে। চারটি দিকে প্রচারে বিশেষ জোর দিয়েছেন তিনি। এগুলি হল- মহিলাদের জন্য সরকারের কাজ, কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে সরকারের প্রকল্প, যুব সমাজের কর্মসংস্থানে সরকারের পদক্ষেপ এবং দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের পদক্ষেপ। বাকি সরকারের থেকে বিজেপির পরিচিতি আলাদাভাবে তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রী জানান, জাতপাতের রাজনীতি নয়, দারিদ্রকে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে প্রচার করতে হবে। বিরোধীদের নেতিবাচক প্রচারের ফাঁদে পা দিয়ে উন্নয়নের প্রচারের অভিমুখ থেকে সরলে চলবে না, এ কথাও মনে করিয়ে দেন নমো।

ইন্ডিয়া জোটকে বিঁধে মোদি বলেন, 'দেশের দুর্নীতিগ্রস্থ দলগুলি জোট বাঁধার চেষ্ঠা করছে। এঁরা পরিবারতন্ত্রে বিশ্বাস করে।' বাংলা, বিহার ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে গতবারের তুলনায় বেশি আসন পেতে হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান বলে সূত্রের খবর।

মোদির বক্তব্য, নিচুতলার কর্মীরাই দলের সম্পদ। তাঁদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। কীভাবে তাঁরা মানুষের কাছে যাবেন বা কি বলবেন সময়মতো নির্দেশ পৌঁছে যাবে। তাঁদেরকে গুরুত্ব দিয়ে নেতৃত্বকে কাজ করার নির্দেশ দেন মোদি বলে সূত্রের খবর। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে দলের সাংগাঠনিক দুর্বলতা রয়েছে তা যে মোদির অজানা নয় তাও জানান তিনি। এইসব রাজ্যে প্রচারে কোনও খামতি রাখা যাবে না বলে নির্দেশ দেন।

ঘূর্ণাবর্তে আটকে শীত, বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডিসেম্বরের শুরু থেকেই শীতের আমেজ কলকাতায়। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা রীতিমতো ১০-১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘর ছুঁয়েছে। তবে বছর শেষে আবারও শীতের ছন্দপতন। গত দু'দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। এমনকী রাতের তাপমাত্রাও ঊর্ধ্বমুখী। এবার হাওয়া অফিস বৃষ্টির পূর্বাভাস শোনাল। ঘূর্ণাবর্তের জেরে সাগরের জলীয় বাষ্প ঢুকতেই কোণঠাসা শীত। ফলে দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বঙ্গোপসাগর থেকে আসা জলীয় বাষ্পের কারণে দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিকের থেকে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গিয়েছে। শনিবার দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ছিল মেঘলা আকাশ। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে দু' এক জায়গায় হালকা বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার দিনভর প্রায় মেঘলা আকাশ থাকলেও রবিবার থেকে আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করবে। কলকাতার রাতের তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি থেকে ২৭ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। তবে পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামের তাপমাত্রা কিছুটা কমবে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহওয়া দপ্তর।

শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক

ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা করে নিয়োগ আটকানোর অভিযোগ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে দেখা গেল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে। শনিবার দুপুরে চাকরিপ্রার্থীদের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকের আগে অবশ্য এই চাকরিপ্রার্থীরা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে যান। এরপর যান কুণাল ঘোষের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেও। তবে সেদিন কুণালের সঙ্গে দেখা হয়নি। বাড়িতে ছিলেন না তিনি। এরপরই শনিবার ফের তাঁরা শরনাপন্ন হন তৃণমূলের এই মুখপাত্রের।

শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা জানান, ২০১৬ সালের পরীক্ষার্থী তাঁরা। এসএসসি যুব ছাত্র মঞ্চের ব্যানারে পথে বসেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যেই ১৫ থেকে ১৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল এদিন কুণাল ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের একটাই দাবি, নিয়োগ হোক দ্রুততার সঙ্গে। আর তার জন্য যা যা করা দরকার, তা সরকার করুক।

প্রসঙ্গত, কুণাল ঘোষ এর আগেও এভাবে বৈঠক করেছেন চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে। রাসমণি পাত্ররা যেদিন মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হয়ে প্রতিবাদ জানান, সেদিন ধর্নামঞ্চেও যেতে দেখা যায় তৃণমূলের এই মুখপাত্রকে। চাকরি প্রার্থীরা যখন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন, বারবারই কুণাল ঘোষকে দেখা গিয়েছে চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে এক সারিতে বসতে। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেদের চাকরি প্রার্থীদের প্রতিনিধি হিসাবেও দাবি করেছেন।

চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রাজ্যসভার সিপিএম সাংসদ ও আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করতে দেখা যায় কুণালকে। তৃণমূল নেতার দাবি, আদালতের স্থগিতাদেশের কারণে এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগ পাচ্ছেন না। অন্যদিকে, আইনজীবীদের একাংশ চাকরিপ্রার্থীদের 'ভুয়ো সমবেদনা' দেখিয়ে চাকরি আটকানোর জন্য আদালতে ছুটছেন বলে দাবি তৃণমূল মুখপাত্রের। একইসঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের সহযোগিতার বার্তা দিয়েছেন কুণাল।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, 'সুপারিশপত্র থাকা সত্ত্বেও এই চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না। আইনি জটিলতা রয়েছে, কারণ নিয়োগের ক্ষেত্রে আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে। এক শ্রেণির আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের সর্বনাশ করছেন। মিথ্যে সমবেদনার নাম করে এদের মামলা লড়ার পরামর্শ দিচ্ছেন, অন্যদিকে বিরুদ্ধে পক্ষের হয়ে মামলা লড়ছেন। চাকরিপ্রার্থীরা আমাকে আবেদন জানিয়েছিলেন, তাই ধর্না মঞ্চে গিয়েছিলাম। ওঁদের দাবির কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে উদ্যোগে ওঁরা সুপারিশপত্র পেয়েছেন। কিন্তু মামলা করে নিয়োগের পথে বাধা তৈরি করা হচ্ছে।' এরপরই তৃণমূল নেতার দাবি, 'রাজনীতি করার জন্য উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। বলতে বাধ্য হচ্ছি, বিকাশ ভট্টাচার্য ও তাঁর সঙ্গী আইনজীবীরা মামলা লড়ার জন্য এই যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের থেকে ২৭ লাখ টাকা নিয়েছেন। এই তিনি গরিবের নেতা! এখন অযোগ্যপ্রার্থীদের দিয়ে মামলা করিয়ে যোগ্যদের চাকরি আটকে রেখেছেন। ওঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ তোলার জন্য রাজ্য সরকার যেন ব্যবস্থা করেন। আমি সংশ্লিষ্ট জায়গায় বিষয়টি পৌঁছে দেব।' এরপরই বিকাশরঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে তিনি জানান, 'দয়া করে এদের রাজনীতির জন্য ব্যবহার করবেন না।'

দেশে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭০০-র বেশি, মৃত্যু চার জনের

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর: শীতের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে শুরু করেছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। গত কয়েক দিনে দেশের নানা প্রান্তে কোভিড গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। উদ্বেগ বাড়িয়েছে ভাইরাসের নতুন উপরূপ জেএন.১। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের শনিবার সকালের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫২ জন। সেই সঙ্গে মোট করোনা রোগীর সংখ্যা পৌঁছেছে ৩,৪২০-তে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় চার জনের মৃত্যুও হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন কেরলের বাসিন্দা, এক জন রাজস্থান এবং এক জন কর্নাটকের বাসিন্দা। স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, ২১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে মোট ২২ জন করোনা রোগীর শরীরে জেএন.১ উপরূপের অস্তিত্ব জানা গিয়েছে। ভাইরাসের এই উপরূপ নিয়ে সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন। চিনে জেএন.১-এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ছে। ভরে উঠেছে হাসপাতালগুলি। তবে এখনও এই উপরূপের প্রভাবে কারও মৃত্যুর খবর জানা যায়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা বৃদ্ধি পেয়েছে কেরল, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং গুজরাতে। করোনার বিষয়ে সতর্ক হতে রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতি রাজ্যে কেন্দ্রের সতর্কবার্তা পৌঁছেছে। রাজ্য সরকারের তরফেও করোনা ঠেকাতে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। রাজস্থান, কর্নাটক, বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশে স্বাস্থ্য দপ্তর করোনা পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি বৈঠক ডেকেছে। তবে এখনই নতুন করে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা বা ঘুরতে যাওয়ায় বিধিনিষেধ আরোপ করার মতো কোনও পরিকল্পনা সরকারের নেই।

কলকাতাতেও করোনা নতুন করে মাথা চাড়া দিয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত শহরে মোট আট জনের দেহে ভাইরাসের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ছিল ছ'মাসের এক শিশুও। জেএন.১ উপরূপ কারও দেহে রয়েছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। গত সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় প্রথম জেএন.১ উপরূপের খোঁজ মেলে। তার পর থেকে একে একে অনেক দেশেই এই উপরূপ ডালপালা মেলেছে। ভারতে প্রথম এই উপরূপের সন্ধান মেলে কেরলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও (হু) ভাইরাসের নতুন উপরূপ নিয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে।

হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

হায়দরাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর: বিধ্বংসী আগুন লাগল একটি বহুতল হাসপাতালে। শনিবার বিকালে হায়দরাবাদের অঙ্কুরা হাসপাতালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে পুলিশ। হাসপাতালের উপরের তল থেকে যেভাবে আগুনের ফুলকি নীচে ঝরে পড়তে দেখা যায়। তবে প্রাথমিকভাবে বহু রোগীর আটকে থাকার আশঙ্কা করা হলেও পুলিশ ও দমকল বাহিনীর তৎপরতায় সকলকে নিরাপদে অন্যত্র সরানো হয় বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, হায়দরাবাদ শহরের গুদিমালকাপুর এলাকায় অঙ্কুরা হাসপাতালটি বহুতল বিশিষ্ট। এদিন বিকালে হাসপাতালের একেবারে উপরের তলে বিধ্বংসী আগুন লাগে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই আগুন নীচের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও দমকলের ৫টি ইঞ্জিন। তারপর ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

মোদিকে ছাড়াই আজ ব্রিগেডে 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতায় ব্রিগেডের মাঠে আজ আয়োজিত হচ্ছে গীতাপাঠ অনুষ্ঠান। 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা ভিড় জমাবেন রাজধানী কলকাতায়। প্রচুর সাধুসন্ত সমাগমের সাক্ষীও রবিবার থাকবে মহানগরী কলকাতা। সেখানেই সমস্বরে গীতা পাঠে মেতে উঠবেন সকলে। এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকতে পারছেন না বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী না আসতে পারলেও গীতাপাঠের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। ইতিমধ্যে আয়োজকদের তরফে অনুষ্ঠানসূচিও প্রকাশ করা হয়েছে।

সনাতন সংস্কৃতি সংসদ, মতিলাল ভারততীর্থ সেবা মিশন আশ্রম, অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ এবং আরও কয়েকটি সংগঠন মিলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। সকাল ৯টার মধ্যেই ব্রিগেডের অনুষ্ঠানস্থলে হাজির হয়ে যাবেন অংশগ্রহণকারীরা। তবে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে সকাল ১০টা থেকে।

ভজনের মাধ্যমে গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হবে। ১০টা থেকে ১০টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত হবে ভজন। সাড়ে ১০টা থেকে হবে শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার শেষে ১১টা ৫ মিনিটে শুরু হবে আরতি। ১০ মিনিট আরতি হওয়ার পর বেদ পাঠ শুরু হবে। সাড়ে ১১টা অবধি বেদ পাঠ চলবে। তার পর শঙ্করাচার্যকে বরণ করা হবে। পৌনে ১২টায় দেওয়া হবে স্বাগত ভাষণ। এর পর শ্রী শঙ্করাচার্য দেবেন আশীর্বচন। এই সব শেষ হলেই শুরু হবে গীতাপাঠ। গীতা পাঠ শুরুর সময় ১২টা ১০ মিনিট ধার্য করেছেন আয়োজকরা। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গীতাপাঠ চলবে। সেখানে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ভক্ত গীতার শ্লোক উচ্চারণ করবেন। সংস্কৃত ধ্বনি রবিবার মুখরিত হবে ময়দানের শীতের দুপুর। সওয়া ১টা নাগাদ গীতাপাঠ শেষ হলে আশীর্বচন দেবেন দ্বৈতপতিজি। তার বক্তৃতা শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হবে। এর মাধ্যমেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Anil Kumar Saha son of Satish Chandra Saha, residing at Kusumba Saha Para, Narendrapur, Rajpur, Sonarpur (M), Dist: 24 Parganas South, West Bengal-700103 India, do hereby declare that filed before the Ld. Metropolitan Magistrate dated 19.12.2023 and serial no 1713 that in The Tinplate Company of India Ltd shares certificates name is wrongly recorded as Anil Kumar Jain in the place of Anil Kumar Saha. My actual and correct name is Anil Kumar Saha. Anil Kumar Saha and Anil Kumar Jain is the same and one identical person.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ক্রয়-বিক্রয়

আমি অনিল কুমার গড়াই, পিতা- পটল গড়াই, সাং ও পোঃ দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আমার নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় এল.আর. ৮০৪০ নং দাগের ০.৩০৫ শতক জমি সঞ্চিতা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী কৌশিক চ্যাটার্জ্জী, সাং ও পোঃ দেবগ্রাম, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা নদীয়া-কে বিক্রয় করিব। যদি পার্শ্ববর্তী তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অত্র সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক হন তাহলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ৯৯৩৩৩৪০৪৮৯ নং মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় তাহা আইনতঃ গ্রাহ্য হইবে না।

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Kanainagar, Nadia. **NIET No. 29e/KNGP/2023-24/5thFC TIED, Date - 23.12.2023,** Last date of submission **10.01.2024 up to 12.00p.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Kanainagar Gram Panchayat

E-TENDER

E- tender invited by the Prodhan, Natna Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) Natna, Nadia. **NIET No- 13e/2023-24, 14e/2023-24, 15e/2023-24.** Last date of submission **09.01.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the Office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Natna Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tenders are invited by The Prodhan, Chhitka Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill & P.O- Chhitkadaspara, Nadia. **NIET No - ET-19/SBM/ Chh/ 2023-24,** Last date of submission - **09.01.2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan, Chhitka Gram Panchayat.

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪শে ডিসেম্বর, ৭ ই পৌষ। রবিবার। দ্বাদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি।অষ্টোত্তরী রবি র দশা। বিংশোত্তরী ও রবির র মহাদশা কাল। মৃতে চতুষ্পাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল , তরল পদার্থ , কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আগামীকাল বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেড়বে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না ,আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূলবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি , অর্থপ্রাপ্তি ,সম্পদপ্রাপ্তির প্রভৃত সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি :ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি ,টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি।গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি- ঘর , জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন। লিভার ,তলপেট ,গলব্লাডার , নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায় । শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি :বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি ,ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসুতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন -পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে। এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ -বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি :নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ -তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি :আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপর অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কিকরে আসবে। আজ সতর্ক থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বোরো আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। । মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(বিশ্বভারতী র বার্ষিক সমাবর্তন। শান্তি নিকেতন পৌষ মেলা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নিকাশি নালার বেহাল দশা, শীতেও জমা জলেই যাতায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদদন, হাওড়া: বর্ষাতে বৃষ্টি হলে হাওড়া শহর ভাসে, এটা চেনা অভিজ্ঞতা। যদিও বর্ষাকাল না হলেও ভরা শীতের মরশুমে জমা জলের যন্ত্রনাতে ভুগছে ১৯ নম্বর সাতকড়ি চ্যাটার্জি লেন ও মধুসূদন বিশ্বাস লেনের বাসিন্দাদের। বাসিন্দাদের অভিযোগ সারাবছরই এলাকায় জল জমে থাকার কারণে নাজেহাল অবস্থা সকলের। হাওড়া পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাতকড়ি চ্যাটার্জি লেন ও মধুসূদন বিশ্বাস লেনে এমনটাই চিত্র। তাদের অভিযোগ এই বিষয়ে পুর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার অভিযোগ করা হলেও কোনো সুরাহা হয়নি। পুরনিগম থেকে মাঝে মাঝে থেকে পাম্প চালিয়ে এলাকার জমা জল সরানোর চেষ্টা করা হলেও তাতে লাভের লাভ কিছু হয় নি বলেই অভিযোগ বাসিন্দাদের। এর জন্য নিকাশি নালার বেহাল দশাকেই দায়ী করছেন বাসিন্দারা। জমে থেকে পচে যাওয়া জলের অসহনীয় দুর্গন্ধ। অন্য দিকে, নোংরা জলের উপর দিয়ে যাতায়াত করার কারণে বাসিন্দাদের মধ্যে চর্ম রোগ হওয়ার আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অভিযোগ, পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও নির্বাচন না হওয়ায় নির্বাচিত পুর প্রতিনিধি না থাকার জন্য বাসিন্দাদের সমস্যা বেড়েছে। দুর্গন্ধময় জমা জলের পরিবেশে চরম ভোগান্তিতে রয়েছেন সাধারণ মানুষ।

বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ, হাওড়া পৌর নিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী এলাকা পরিদর্শন করে গেলেও বাসিন্দারা শুধুই প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন, সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি বলে এলাকাবাসীদের অভিযোগ ।

হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তীর সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ‘এই এলাকায় আগে জল জমে থাকত এটা ঠিকই। যদিও মাস তিনেক আগে সেখানে পাম্প হাউসকে কাজে লাগিয়ে নিকাশি ব্যবস্থার ওপরে নজর দিয়ে দীর্ঘদিনের সেই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়। অতীতের সেই জল জমার সমস্যা আর নেই। তবে দু'দিন আগে ওই এলাকার একটি জলের পাইপ লিকেজ হওয়ার কারণে এই জলটা জমেছে। দ্রুত সমস্যা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

রাজনীতির বাইরে মানুষের সেবা করতে পরামর্শ অর্জুন সিংয়ের

নজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রাজনীতির বাইরে মানুষের সেবা করতে হবে। শনিবার দলীয় কর্মীদের এমনই পরামর্শ দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। দমদম ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলা তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে এদিন সন্ধেয় গারুলিয়ায় শীতবস্ত্র প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই সাংসদ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিখিয়েছেন মানুষের সেবা করতে। তাই দলীয় কর্মীদের বেশি করে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। পুরানো স্মৃতি রোমন্থন করে সাংসদ বলেন, ‘বাম আমলে সিপিএমের অত্যাচারের কারনে তৃণমূলের ঝান্ডা ধরতে মানুষ ভয় পেতেন। তখন রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য শিবির, নতুন বস্ত্র কিংবা কম্বল বিতরনের মধ্য দিয়ে তাদেরকে মানুষের কাছে পৌঁছতে হত।’ সাংসদের সংযোজন, গরিবদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন। সেই প্রকল্পগুলো মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দিতে হবে। হিন্দি প্রকোষ্ঠের উদ্যোগে এদিন এক হাজার অসহায় মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। ছিলেন তৃণমূল হিন্দি প্রকোষ্ঠের রাজ্য সভাপতি বিবেক গুপ্তা, দমদম-ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি অমিত গুপ্তা, সহ-সভাপতি তাপস ভকত, টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ, গারুলিয়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান অশোক সিং, কাউন্সিলর পঙ্কজ দাস, কাউন্সিলর তথা গারুলিয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গৌতম দত্ত, হিন্দি প্রকোষ্ঠের ভাটপাড়া শহর-২ সভাপতি সুমন যাদব প্রমুখ।

সুকান্ত সদনে ‘সৌপ্তিক’-এর একাধিক নাটক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৬ ই ডিসেম্বর,২০২৩ বারাকপুর সুকান্ত সদনে অনুষ্ঠিত হল - বারাকপুর সৌপ্তিক এর নাট্যমঞ্চে চার দশক উদ্‌যাপন। প্রদীপ জ্বেলে শুভ উদ্বোধন করেন বারাকপুর সৌপ্তিক এর জন্মলগ্নের সাথী সোমনাথ কাহার, রমা জানা, সোমা ঠাকুর এবং প্রাক্তন সদস্যরা। প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত মুখাভিনয় শিল্পী শ্রী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী মহাশয়। বারাকপুর সৌপ্তিক প্রযোজিত একাঙ্ক নাটক - ভ্যাকসিনেটেড দুগ্গা (নাটক ও নির্দেশনা - শিবনাথ কাহার) দর্শক সাধারণকে ভীষণ আনন্দ ও মজা দিয়েছে। মুহুর্মুহু করতালিই তার প্রমাণ। নাটকের বিষয় বস্তু করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে কৈলাসে শিব -দুগ্গার দাম্পত্য কলহ। রূপকধর্মী এই নাটকে হাস্যরসের মোড়কে বারেবারে উঠে এসেছে সামাজিক সমস্যার কথা। এবং নাটকীয় মোচড় একদম শেষ মুহূর্তে এসে দিয়েছেন নাট্যকার, যখন ভ্যাকসিন নেওয়া দুগ্গা চার সন্তানকে বাপের বাড়ি নিয়ে যান একদম সাদামাটা পোশাকে এবং বিনা বাহন ও অস্ত্র ছাড়া। আর শিব বুদ্ধি করে অসুররূপী অশুভ শক্তিকে কৈলাসেই আটকে রাখেন, তখনই নাটকের মূল বার্তা - যুদ্ধ নয়,শান্তি চাই দৃঢ়তার সাথে সৌপ্তিক এর নতুন এই নাটকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবারও উল্লেখ করি এই নাটকের আলো, আবহ এবং দলগত অভিনয় বহুদিন দর্শক সাধারণের মণিকোঠায় থেকে যাবে।দ্বিতীয় নাটক ছিল - বারাকপুর সৌপ্তিক এর বহু মঞ্চ সফল অণু নাটক - ন্যাপথলিন। বৃদ্ধাশ্রমের গল্প। এই নাটকটির সংলাপ ও অভিনয় ভীষণ ভীষণ হৃদয়স্পর্শী। ন্যাপথলিন নাটকটি বারাকপুর সৌপ্তিক এর অন্যতম সেরা একটি প্রযোজনা হয়ে উঠেছে। বারাকপুর সৌপ্তিক এর এই নাট্য সন্ধ্যায় ডক্টর অপূর্ব দে উন্মোচন করেন সৌপ্তিক এর আগামী নাটক - যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার পোস্টার। এই নাটকের নাটককার ও নির্দেশক শ্রী অপূর্ব দে। বারাকপুর সৌপ্তিক এর আরও একটি রবীন্দ্র দর্শনের প্রযোজনা নতুন বছরে মঞ্চস্থ হবে।

হাওড়া সদর মহকুমাতে টেট পরীক্ষা কেন্দ্র: আজ, রবিবার ২৪ ডিসেম্বর রাজ্যে টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শনিবার হাওড়া সদর মহকুমা এলাকাতে টেট পরীক্ষার কেন্দ্রের নাম সহ ঠিকানা প্রকাশিত করল হাওড়া জেলা প্রশাসন। এই তালিকাতে সেন্টার ইনচার্জের নাম সহ যোগাযোগের নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে। হাওড়া সদর মহকুমাতে মোট ২১ টি কেন্দ্রে ৮২৩৬ জন পরীক্ষার্থী রবিবার পরীক্ষাতে বসবেন। এর মধ্যে শিবপুর থানা এলাকাতে ৭ টি, বি-গার্ডেন, হাওড়া থানাতে ৩ টি, গোলাবাড়ি , দাসনগর , ব্যাঁটরা থানাতে দুটি করে, চ্যাটার্জি হাট, জগাছা থানাতে ১ টি করে কেন্দ্র রয়েছে।

ব্যাংকের ১১৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বাঁকুড়ার আঞ্চলিক কার্যালয়ের তরফ থেকে ব্যাংকের ১১৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। ব্যাংকের তরফ থেকে বাঁকুড়ার বিকাশ স্পেশ্যাল স্কুলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং স্কুলে ৫টি হুইল চেয়ার দান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান অমিত সিং, লোকেশ ভগত এবং বিকাশ স্কুলের সম্পাদক।

ছবিতে ডান দিকে সেন্ট্রাল ব্যাংকের আঞ্চলিক প্রধান অমিত সিং, লোকেশ ভগত এবং বামে বিকাশ স্কুলের সম্পাদক।

পাচারের অভিযোগে ৩টি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বেআইনি ভাবে বালি বোঝাই করে পাচারের অভিযোগে শনিবার সকালে ৩টি বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করেন মহকুমা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও কাঁকসা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিন সকালে যৌথ অভিযান চালিয়ে পানাগড় বাইপাস সংলগ্ন এলাকা থেকে ট্রাক্টরগুলিকে আটকে বৈধ কাগজ দেখতে চাইলে চালকরা বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায় ট্রাক্টরগুলিকে আটক করে কাঁকসা থানার পুলিশের অধীনে সেফ কাস্টডিতে রাখা হয়। যদিও কোনও চালককে আটক করা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ট্রাক্টরের মালিকদের বিরুদ্ধে বেআইনি ভাবে বালি পাচারের অভিযোগে মোটা অংকের জরিমানা ধার্য করার পাশাপাশি বেআইনি ভাবে বালি পাচার রুখতে আগামী দিনেও কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্তে লাগাতার অভিযান চালানো হবে।

বাম্পারের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: দুর্ঘটনা এড়াতে দেগঙ্গা ব্লকের কার্তিকপুর এলাকায় টাকি রোডের উপর বাম্পারের দাবিতে বিক্ষোভ, অবরোধ স্থানীয়দের। অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয় অবরোধকারীদের। সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা বাম্পারের দাবিতে অবরোধ করে স্থানীয়রা। পুলিশ ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বাম্পারের আশ্বাস দিলে অবরোধ ওঠে যায়। অবরোধকারীরা জানিয়েছেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি টাকি রোড় বা রাজ্য সড়ক-২ এর সংস্কার করায় ঝকঝকে রাস্তা হয়েছে। ফলে রাস্তায় গতি এসেছে। সেই সুযোগ নিয়ে কিছু গাড়ি চালক বেপরোয়া গাড়ি চালায়। তাতেই মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ও মৃত্যু ঘটছে। গত সপ্তাহে অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় মৃত্যু হয় স্থানীয় এক ব্যক্তির। তারপর থেকেই জনরোষ তৈরি হচ্ছি। এদিন দশ মিনিটের ব্যবধানে পরপর দুটি দুর্ঘটনায় আহত হন তিনজন। ফলে এদিন জনরোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

সিনক্লেয়ার্স হোটেলস্-এর বোনাস ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিনক্লেয়ার্স হোটেলস্ লিমিটেডের বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ, শেয়ার হোল্ডারদের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে শুক্রবার ২২শে ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায়, ১১ অনুপাতে প্রদত্ত বোনাস শেয়ারের অনুমোদন এবং সুপারিশ করেন। সঙ্গে এও জানানো হয়, বোনাসের স্বত্বের নথিবদ্ধ তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। এরই পাশাপাশি কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুমোদনের জন্য ১৮ই জানুয়ারি ২০২৪, বৃহস্পতিবার শেয়ার হোল্ডারদের একটি বিশেষ সাধারণ সভার আহ্বান করেছেন। বোনাস শেয়ার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, সিনক্লেয়ার্স হোটেলস্-এর চেয়ারম্যান নবীন সুচন্তি জানান, ‘বোনাস শেয়ার ইস্যু করার মাধ্যমে আমরা শেয়ার হোল্ডারগণের মূল্য সর্বাধিক করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সম্প্রতি শেয়ার বাই ব্যাক-এরপর আমরা আবারও আমাদের শেয়ার হোল্ডারদের পুরস্কৃত করছি।’

এই রাজ্যের মানুষ অধিকার পাচ্ছে না: শান্তনু ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: এই রাজ্যের মানুষ অধিকার পাচ্ছে না, সেইটা না বলে মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি গেছেন অধিকার আদায় করতে বললেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। শনিবার উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার পাল্লা রামচন্দ্রপুরে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বনগাঁ লোকসভার সংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মতুয়া ভক্তদের বস্ত্রদান করেন মন্ত্রী। এদিন সংগ্রামী যৌথমঞ্চের আন্দোলন প্রসঙ্গে শান্তনু বলেন, এই রাজ্যের পুলিশ এই সরকারের দলদাস হয়ে কথা বলছেন। এই সমস্যার সমাধান মুখ্যমন্ত্রীর করা উচিত। কিন্তু তিনি তা না করে দিল্লি গেছেন অধিকার আদায় করতে। এই রাজ্যে মানুষ খাদ্য পাচ্ছে না, শিক্ষা পাচ্ছে না, অধিকার পাচ্ছে না সেইটা কেউ বলবে না। এছাড়াও একাধিক কর্মসূচিতে যোগদান করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ শান্তনু ঠাকুর।

মায়াপুরের লজে মহিলার দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদ, নদিয়া: মায়াপুরে হোটেল সাত সকালে দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছড়ালো তীব্র চাঞ্চল্য। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকাল আনুমানিক সারে আটটা নাগাদ, মায়াপুর ঘাট সংগ্লগ্ন হোটেল অন্নপূর্ণা লজে।

হোটেল কর্তৃপক্ষ জানান, এদিন সকালে ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে বাইরে থেকে ছিটকানি দেওয়া দেখতে পায় হোটেল কর্মী। কিছু সময় বাদে একই অবস্থা দেখে ঘর খুলেই দেখেন মহিলা খাটে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। তৎক্ষনাৎ খবর দেওয়া হয় মায়াপুর পুলিশ ফাঁড়িতে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে জানায়। সামগ্রিক ঘটনা ঘিরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। জানা যায়, স্বামী স্ত্রী পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়ায় এসেছিলেন নদিয়ার ধানতলার বাসিন্দা বিদ্যুৎ বিশ্বাস ও মীনা বিশ্বাস। কি কারণে এমন ঘটনা তার তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ৮ পৌষ ১৪৩০ রবিবার

বাইপাসে নয়া উড়ালপুলের ভাবনা, দ্রুত পৌঁছনো যাবে নবান্ন থেকে বিমানবন্দর

(ছবি: প্রতীকি)

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইএম বাইপাসে যানবাহনের গতি বাড়াতে নতুন উড়ালপুল তৈরির পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। শহরের পূর্ব প্রান্তে ই এম বাইপাসের মেট্রোপলিটন ক্রসিং থেকে নিউটাউনের কাছে মহিষবাথান পর্যন্ত ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই উড়ালপুল নির্মাণের জন্য প্রাথমিক ভাবে ১হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই উড়ালপুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । ভোট মিটলেই এই উড়ালপুল নির্মাণের কাজ শুরু করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি-কেএমডিএ। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ছাড়পত্র মিলেছে বলে ওই সংস্থা সূত্রে খবর। কাজ শেষ হতে দু'বছরের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগেই এই উড়ালপুল নির্মীত হয়ে উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় একাধিক নতুন উড়ালপুল তৈরির হয়েছে শহরে। এবার সেই সব উড়ালপুলের তালিকায় যোগ হতে চলেছে এই নয়া উড়ালপুল।

এই উড়ালপুল নির্মাণ হয়ে গেলে নবান্নের দিক থেকে আরও দ্রুত পৌঁছনো যাবে কলকাতা বিমানবন্দরে। লাভবান হবেন দক্ষিণ কলকাতার মানুষেরাও। চিংড়িঘাটা ক্রসিং, সল্টলেক বাইপাস, সেক্টর ফাইভের জ্যাম এড়িয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যাবে নিউটাউনের মুখে। ফলে যাত্রার সময় কমবে অনেকটাই। নবান্ন থেকে বিমানবন্দর যেতে হলে তখন বিদ্যাসাগর সেতু পার করে মা ফ্লাইওভার ধরে সোজা পৌঁছে যাওয়া যাবে ইএম বাইপাস। তারপরই নতুন সেতু ধরে সোজা চলে যাওয়া যাবে নিউটাউনের মুখে মহিষবাথানে। সেখান থেকে বিশ্ববাংলা সরণি এবং ভিআইপি রোড ধরে সোজা পৌঁছে যাওয়া যাবে বিমানবন্দর। লাভবান হবেন নিউটাউনে কর্মরত মানুষজনও। বাইক বা স্কুটি কিংবা গাড়ি নিয়ে সহজেই তাঁরা সেখানে পৌঁছে যেতে পারবেন।

১৯ জানুয়ারি মহামিছিলের ডাক সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণাতেও চিঁড়ে ভিজছে না। আন্দোলনের ঝাঁঝ আরও বাড়াতে চলেছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। নবান্নের সামনে ধরনা কর্মসূচির পর আগামী ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় মহা মিছিলের ডাক দিলেন তাঁরা। এরপরেও দাবি না মেটানো হলে আগামী দিনে আমরণ অনশন করার হুঁশিয়ারি দিল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ।

শনিবার নবান্ন বাস স্ট্যান্ডের কর্মসূচির পর সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় আগামী ১৯ জানুয়ারি তাঁরা কলকাতায় মহা মিছিলের আয়োজন করছেন। এই মিছিলে সরকারি কর্মচারিদের এবং রাজ্যের অন্যান্য স্তরের প্রতিনিধিদের যোগদানের ব্যাপারে আবেদন জানানো হয়। সঙ্গে এও জানানো হয়, এই মিছিল শিয়ালদা, হাওড়া এবং হাজরা থেকে শুরু হবে। মিছিল গিয়ে মিলিত হবে শহিদ মিনারে।

এদিন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, ১৯ তারিখ মিছিলের পাশাপশি আগামী বছর জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে তাঁরা তিন দিন কর্মবিরতির কর্মসূচি করা হবে। এরপরেও তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার দাবি পূরণ না হলে আমরণ অনশনের পথে হাঁটবেন তাঁরা। মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ এদিন বলেন, ' নতুন বছরের শুরু থেকেই আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ যাত্রা করব। আমাদের মঞ্চের লড়াইয়ের কথা আমরা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।'

প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আরও ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এই ডিএ ঘোষণার পর সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে দাবি করা হয়, এটা 'ভিক্ষার দান'। সেই কারণেই এই ৪ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধিকে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন না। কেন্দ্রের সঙ্গে সমতুল্য রেখে ডিএ বৃদ্ধির দাবিতে অনড় তাঁরা। শুধু তাই নয়, শুক্রবার নবান্নের সামনে ধরনা কর্মসূচিও করেন তাঁরা। আর এই ধরনা কর্মসূচিতে তাঁদের বাধা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই ধরনা কর্মসূচিতে একের পর এক রাজনৈতিক নেতাদেরও হাজির হতে দেখা যায়। তবে তাঁদের বকেয়া মহার্ঘ্য ভাতার দাবিতে এই আন্দোলনের মাত্রা যে এতটুকু কমবে না উল্টে আগামী দিনে আরও বৃদ্ধি পাবে সেটাই জানিয়ে দিলেন তাঁরা।

দল ভালো বুঝেছে বলেই অর্জুন সিংকে ফিরিয়েছে: নির্মল ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দল ভালো বুঝেছে বলেই অর্জুন সিংকে ফিরিয়ে নিয়েছে। শনিবার এমনটাই দাবি করলেন তৃণমূলের দমদম-ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ। প্রসঙ্গত, বিক্কি যাদব খুনের ঘটনায় পাপ্পু সিং গ্রেপ্তার হতেই সাংসদকে আক্রমণ করে চলেছেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। দল পদক্ষেপ না নেওয়ায় ক্ষোভে সাংসদও শুক্রবার পাল্টা নিশানা করেন জগদ্দলের বিধায়ককে। যদিও লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে সাংসদ ও বিধায়কের কাজিয়ায় অস্বস্তিতে পড়েন জেলা নেতৃত্ব।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে সাংসদ বনাম বিধায়কের তরজা মেটাতে আসরে নামে তৃণমূল জেলা নেতৃত্ব। শনিবার বিকেলে দমদম-ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার তৃণমূল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জেলার চেয়ারম্যান তথা পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ সাফ জানিয়ে দেন, গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ ও ব্যারাকপুর হাতছাড়া হয়েছিল। দল ভালো বুঝেছে দেখেই তো অর্জুন সিংকে দলে গ্রহণ করেছে। নির্মল ঘোষের কথায়, দলের সিদ্ধান্ত সকলকে মেনে চলতে হবে। শীর্ষ নেতৃত্ব চাইছে,জেলার পাঁচটি আসনই জিততে। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, দল কিন্তু কোনওভাবেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করবে না। তবে খ ুনে যদি পাপ্পুর যোগ না থাকে, তাহলে প্রশাসনকে জবাবদিহি করতে হবে। কেন ওকে গ্রেপ্তার করা হল। নির্মলবাবুর সাফ বক্তব্য, 'যদি কেউ খ ুন হয়ে থাকে। খুনীকে খুঁজে বের করবে প্রশাসন। কিন্তু তাতে দলের কেউ নাক গলাতে পারবে না।' নির্মল ঘোষের কথায়, দল চেষ্টা করবে, আগামীদিনে যাতে সাংসদ কিংবা বিধায়ক দলের নিয়ম-রীতি ও নির্দেশ পালন করেন। তাছাড়া দলকে প্রস্তুত করা হবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজপিকে হারিয়ে দেশে ইন্ডিয়া জোটের সরকার গড়তে।

জানুয়ারি থেকে মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নয়া নির্দেশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক স্কুলে ছুটি কমার নির্দেশ এসেছে চলতি সপ্তাহেই। এবার নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে শিক্ষকদের স্কুলে প্রবেশের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম জারি হল মধ্য শিক্ষা পর্ষদের তরফ থেকে। জানুয়ারি মাস থেকে আগের সময়ের আরও ১০ মিনিট আগে স্কুলে পৌঁছতে হবে মাধ্যমিক এবং উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক -শিক্ষিকাদের। প্রসঙ্গত, শুক্রবার নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার প্রকাশ করে জানিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে না ঢুকলে সই করার খাতায় পড়বে লাল কালির দাগ।

প্রসঙ্গত, পর্ষদের নির্দেশ অনুসারে, এখন ১০টা বেজে ৫০ মিনিটে স্কুলে ঢুকতে হয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এবার সেই সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। অর্থাৎ, নতুন নিয়মে ১০টা ৪০ মিনিটের মধ্যে স্কুলে পৌঁছে যেতে হবে তাঁদের। সেই সময়ের মধ্যে পৌঁছে না গেলে 'লেট' হিসাবে ধরা হবে। একইসঙ্গে আরও নিদেশ দেওয়া হয়েছে, ১১টা ১৫ মিনিটের পরে কেউ স্কুলে ঢুকলে সেই দিনটি ছুটি হিসাবে ধার্য হবে।

এখানেই শেষ নয়, নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শিক্ষক-শিক্ষিকারা কতক্ষণ ক্লাস নিচ্ছেন, কটা ক্লাস নিচ্ছেন, নিজেদের ডায়েরিতে তা নথিভুক্ত রাখতে হবে বলেও পর্ষদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই হিসেব রাখতে হবে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকেও। স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা সারা সপ্তাহের যে রুটিন তৈরি করেন তা প্রতি সপ্তাহে পাঠাতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে।

সোমবারই বড়দিন। কলকাতাতেও উৎসবের মেজাজ। রঙিন আলোয় সেজেছে পার্কস্ট্রিট। ছবি: অদিতি সাহা

সোমবার থেকে উপাচার্যবিহীন হতে চলেছে রাজ্যের ১০ বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী সোমবার থেকে রাজ্যের ১০ বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যবিহীন হতে চলেছে। কারণ এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের পূর্ণ হচ্ছে ৬ মাসের মেয়াদ। সূত্রের খবর, ১০ টি বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়া ভারপ্রাপ্ত অন্তবর্তী উপচার্যদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে ফের বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কাজে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলে মনে করছে এডুকেশনিস্ট ফোরাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক জটে ফের আটকে যেতে পারে গুরুত্বপূর্ণ সব কাজ। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সে সম্পর্কে উদ্বেগও প্রকাশ করতে দেখা যায় এডুকেশনিস্ট ফোরামের সদস্যদের।

সূত্রে খবর, এই ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ এন্ড ইউনিভার্সিটি, ডায়মন্ড হারবার ইউনিভার্সিটি, আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিধো কানহো বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি, কন্যাশ্রী, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়।

এদিকে উপাচার্যদের বহাল করা নিয়ে সম্প্রতি ব্যাপক টানাপোড়েন দেখা গিয়েছে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই তোপ দাগতেও দেখা যায়। বিশেষত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নানা ঘটনায় বিদ্ধ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। যদিও রাজ্যের বক্তব্যকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়েই এরই মাঝে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তবর্তী উপাচার্য হিসাবে বেশ কিছু নতুন মুখকে বসায় রাজভবন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া নিয়ে এডুকেশনিস্ট ফোরাম জানাচ্ছে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তবর্তী উপাচার্যদের দায়িত্ব আগামী সোমবার থেকে শেষ হয়ে গেলেও রাজ্যপাল তথা আচার্যও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আর উপাচার্য নিয়োগ করতে পারবেন না রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠক ছাড়া। ফলে এই ১০ বিশ্ববিদ্যালয়ে আবারও প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা দেখা দেবে বলে মনে করছে এডুকেশনিস্ট ফোরাম।

অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ নিয়ে অশান্তি, মারধরের অভিযোগ নিউটাউনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অস্থায়ী দোকান উচ্ছেদ ঘিরে অশান্তি নিউটাউনে।

'অবৈধ দোকান' উচ্ছেদে গিয়ে আক্রান্ত হন সরকারি কর্মীরা। অভিযোগ, বেধড়ক মার খান হিডকো এবং এনকেডিএ-র কর্মীরা। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। দোকানদাররা ক্ষিপ্ত হয়ে দোকানের সামনেই আগুন ধরিয়ে দেয় বলে খ বর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পৌঁছায় বিরাট পুলিশ বাহিনী।

জানা গিয়েছে, শনিবার তারুলিয়া ও ঝিলপাড় দুই এলাকায় এনকেডিএ-এর আধিকারিকরা শনিবার দুপুরে অস্থায়ী দোকানগুলি ভাঙতে যান। এদিকে পুনর্বাসনের দাবি তোলেন স্থানীয়রা। বাধা দেন দোকানঘর উচ্ছেদে। স্থানীয়দের দাবি, আগে পুনর্বাসন দিতে হবে, তার পর দোকান ভাঙা যাবে। আর উচ্ছেদকারীদের জবাব, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে, কিন্তু তার আগে দোকান ভেঙে এলাকা পরিষ্কার করা দরকার। ওই এলাকায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসবে। কেউ কারও কথা মানতে নারাজ হওয়ায় বাদানুবাদ থেকে হাতাহাতিতে জড়ায় দু'পক্ষ। শুধু তাই নয়, এনকেডিএ-এর আধিকারিকদের উপর হামলা চলে বলেও অভিযোগ। এরপরই পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিউটাউন থানার পুলিশ। এরপর এই ঘটনায় আটক করা হয় দু'জনকে।

প্রথমে দোকানদারদের বিরুদ্ধে হিডকোর লোকজনকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে। 'হিডকো'র তরফে বলা হয়, দোকান উচ্ছেদ করতে গেলে দোকানদারদের প্রতিরোধের মুখে পড়েন তাঁরা। ওঠে পাল্টা অভিযোগও। মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন দোকানদাররা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাঁদের আগাম না-জানিয়েই এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। দোকান ভাঙচুর করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করা হয়। রাস্তায়, দোকানের সামনেই আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আগুন নেভানোর চেষ্টা করে পুলিশ। পরে পুলিশি তৎপরতায় পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসে। তবুও এলাকা থমথমে।

এদিকে সূত্রে খবর, নিউটাউনের তারুলিয়া ও ঝিলপাড়ে মোট প্রায় ১৫০ অস্থায়ী দোকান রয়েছে। আগেই এনকেডিএ-এর পক্ষ থেকে তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল উচ্ছেদের জন্য। তাতে এও জানানো হয়েছিল যে শনিবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। কিন্তু নোটিসে পুনর্বাসন নিয়ে কিছু বলা ছিল না বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাই এদিন অস্থায়ী দোকানগুলি ভাঙতে এসে বাধার মুখে পড়ে এনকেডিএ-এর দলটি। মূলত মহিলারা এই এনকেডিএ-এর আধিকারিকদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। দোকান উচ্ছেদের জন্য যে বুলডোজার আনা হয়েছিল, তার উপর উঠে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন কয়েকজন মহিলা।

এনকেডিএ-এর আধিকারিকরা জানান, ওই এলাকা দিয়ে জলের পাইপলাইন যাবে। সেই কারণে ফাঁকা করা দরকার। তবে ওখানে যাঁদের দোকান ছিল, সে সব দোকানগুলিকে অন্যত্র পুনর্বাসন দেওয়া হবে। দোকানদারদের দাবি, আগে পুনর্বাসন দেওয়া হোক। তার পর দোকান উচ্ছেদ করা হবে। কিন্তু এই দাবি মানতে নারাজ আধিকারিকরা।

ডিজিটাল টিকিটের দাবি বেসরকারি বাস মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

প্রথম ঘটনা:

তারিখ ১৯ ডিসেম্বর। কেবি ১৬ রুটের বাস। বাস নম্বর ডব্লুউবি জিরো ফোর- ৫৭৫০। বাস চলেছে বাঙ্গুরের দিকে। এই বাসেই শ্যামবাজার মোড় থেকে চার মহিলা। সঙ্গে রয়েছে একটি শিশুও। এরপর টিকিট কাটার সময় ওই মহিলা টাকা দিলেন বটে কিন্তু টিকিট নিলেন না। কন্ডাকটরের কাছে যখন টিকিট চাইছেন না যাত্রী, তিনিই বা দেবেন কেনো? আর এই উপরি উপার্জন কেই বা হাতছাড়া করতে চায়!

দ্বিতীয় ঘটনা:

বাসের রুট ৩সি/১। বাসের নম্বর ড্বিলউবি ২৩-ই ৮২১৪। এটি চলেছে নাগের বাজারের অভিমুখেই। এক মহিলা যাত্রী বাসে উঠেছেন জগু বাজার থেকে। প্রায় গন্তব্যস্থল কালিন্দীতে পৌঁছানোর আগে টনক নড়ে কন্ডাকটরের। তিনি জানতে চান কত টাকার টিকিট কেটেছেন ওই মহিলা। উত্তর আসে ১৫ টাকার। এরপর শুরু হয় বাক বিতণ্ডা। ২০ টাকা দিতেই হবে মহিলাকে। ওই মহিলা যাত্রী যতই বোঝানোর চেষ্টা করেন যে যাওয়ার সময় তিনি ১৫টাকাতেই গেছেন। তা শুনতে নারাজ বাস কন্ডাক্টর। ২০ টাকা মেটাতে গেলে ৫ টাকা বাড়তি দেনও ওই মহিলা। কিন্তু তার জন্য নতুন টিকিট দিতে রাজি নন কন্ডাক্টর। এরপর সহযাত্রীরা এর প্রতিবাদ জানাতে অবস্থা বেগতিক বুঝতে পারেন তিনি। ফলে ওই উপরি ভাড়া আর তিনি নেননি। টাকাটা নিলে ওটাই আবার উপরি পাওনা হয়ে যেতো কন্ডাক্টরের। সঙ্গে রুট চার্ট দেখাতে বলায় রীতিমতো রুষ্টও হন কন্ডাক্টর। রুট চার্ট নেই বলে স্পষ্ট জানান তিনি।

ঘটনা-৩

বাসে উঠেছেন ব্যাগ নিয়ে। একটু বড় মাপের ব্যাগ হলেই তার জন্য প্রায় সব বেসরকারি বাসেই কন্ডাক্টররা ভাড়া চান। এখন কথা হল এই টাকা যায় কোথায়? কারণ এর বিনিময়ে তো টিকিট দেওয়া হয় না।

এই তিনটে ঘটনার কোনওটাই নতুন নয় কলকাতাবাসীর কাছে। তবে প্রথম ঘটনা থেকে এটা স্পষ্ট যে বাসের ভাড়া বৃদ্ধির যে দাবি বাস মালিকেরা করে থাকেন প্রায়শই তার পিছনে রয়েছে এই শ্রেণির মানুষের অবদান। কারণ, তাঁরা জানেন না যে তাঁদের এই মহানুভবতা দেখার জন্য আদতে ক্ষতি হচ্ছে বাস মালিকদের। আর পকেট ভর্তি করছেন কন্ডাকটরদের। এর জেরে বাসের যে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি ওঠে বা ভাড়াবৃদ্ধি করা হয় তাতে বাড়তি পয়সা গুণতে হয় আমজনতার। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা তৈরি হওয়া প্রয়োজন। আর এই জনসচতনতা তৈরি না হলে পদক্ষেপ করতেই হবে বেসরকারি বাস মালিকদের এমনটাই মনে করছেন ,সমাজের একাংশ।

দ্বিতীয় ঘটনার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করানোই যেতে পারে বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনকে। কারণ, জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল প্রত্যেক বাসে ভাড়ার চার্ট রয়েছে। আর প্রয়োজনে তা দেখাতে বাধ্য বাস কন্ডাক্টরেরা। কিন্তু বাস্তবিক ঘটনা কিন্তু তা বলছে না। আর তৃতীয় ঘটনার জন্য সচেতন হত হবে নাগরিক থেকে শুরু করে বাস মালিকদেরও। নয়তো 'লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে।'

তবে এই সব সমস্যা সমাধানের জন্য নেটিজেনদের একাংশের দাবি, নজরদারি বাড়ানো হোক বেসরকারি বাসে। আর তার দায়িত্ব নিতে হবে বেসরকারি বাস মালিকদেরই।

এই প্রসঙ্গে জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'দেশ এখন ডিজিটাল এর দিকে এগিয়ে। পুরানো দিনের এই টিকিট দেওয়া পরিবর্তন করতে হবে। দীর্ঘ দিন দিন ধরে এই পুরানো পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য আমি চেষ্টা করছি। এই পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে গেলে , ভাবনার পরিবর্তন জরুরি। যাতে যাত্রী সাধারণ এবং বাস মালিক উভয়েরই সুবিধা হবে। যাত্রীরা সঠিকভাবে তাঁর ভাড়া দিতে পারবেন, সঙ্গে পাবেন সঠিক টিকিটও। কারণ, ওই টিকিটের মধ্যে সঠিক স্থান ও সঠিক ভাড়া থাকবে। তবে এর জন্য সরকার ও লোকাল শাসক দলের ইউনিয়ন এর ভুমিকা থাকা দরকার ,তা না হলে এই ধরনের ডিজিটাল টিকিট মেশিন প্রয়োগ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, পরিবহণকে আপডেট করতে গেলে সরকারের ভূমিকারও পরিবর্তন জরুরি। কেবল মাত্র গাড়ি থেকে ফাইন আদায় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ বৃদ্ধি করলে পরিবহণ পরিষেবা দিনকে দিন পিছিয়ে যাবে। আর মনে রাখতে হবে পরিবহণ ব্যবস্থা যে কোনও সরকারের কাছে একটি বড়ো মুখ।'

সম্পাদকীয়

ইলেকট্রিক গাড়ির কথা বলে সভা গরম করলে সব হয় না

বিকল্প জ্বালানি সম্পর্কিত অনেক গবেষণালব্ধ তথ্য আজকাল পাওয়া যায়। বিদ্যুৎচালিত (ইভি) গাড়ি পরিবেশের ক্ষতি রোধ করবে, কার্বন নিঃসরণ কম করবে, এটা প্রচলিত ধারণা। একটু অন্য দৃষ্টিভঙ্গিও আছে, এ বিষয়ে। পেট্রল, ডিজলে বা প্রাকৃতিক গ্যাসচালিত গাড়ি ঘন জনবসতি অঞ্চলে চললে ক্ষতিকর গ্যাস আশেপাশের মানুষজন ও জীবজন্তুদের স্বাস্থ্যহানি করে। অন্য দিকে, ইভি গাড়ির ব্যাটারি চার্জ হয় বিদ্যুতে, যা বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তৈরি হয়ে সরবরাহ হয়। এ দেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কয়লা ব্যবহার করে। তাই সেখানেও কার্বন নিঃসরণ হচ্ছে প্রচুর। আর আছে সালফার ডাইঅক্সাইড। ফারাকটা হল, কাছাকাছি জনবসতি না থাকলে দূষিত গ্যাস সরাসরি গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু সার্বিক ভাবে কার্বন নিঃসরণ কমছে না, বরং বাড়ছে। কারণ, কয়লার তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম ডিজেল্ বা পেট্রলের থেকে। তার সঙ্গে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাই ডেকে আনে নানা সমস্যা। কার্বন নিঃসরণ কমাতে পারত পুনর্নবীকরণ-যোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদক উৎস, যেমন; সৌরশক্তি, জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দেশ পর্যাপ্ত সূর্যালোকিত ও জলসিঞ্চিত হলেও পরিকল্পনা ও সদিচ্ছার অভাবে এ সবের ব্যবহার একেবারে প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। তাই পরিবেশ সংরক্ষণ করতে ইভি প্রচলন কোনও সার্বিক সমাধান নয়। তার উপর ব্যাটারির উপাদান কোবাল্ট, নিকেল, লিথিয়াম তাদের নিজস্ব বিপদবার্তা নিয়েই আছে। এর সঙ্গে অগ্নিসুরক্ষার প্রশ্নটাও থাকছে। তা ছাড়া, এলপিজি থেকে কাঠ, কয়লায় ফিরে আসতে বাধ্য হওয়া দরিদ্র জনগণ, বিশেষত রান্নাঘরে মহিলারা আগের মতোই তীব্র স্বাস্থ্য সঙ্কটের মুখে। এই ধরনের ব্যর্থতা ঢাকতে ইভি-র ঢক্কানিনাদ তুলে সভা গরম করা যায়, প্রকৃত উন্নতি করা যায় না। পরিবেশ সংরক্ষণ জটিল বিষয়, দীর্ঘমেয়াদি, বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা ছাড়া সেটা সম্ভব নয়।

শাশ্বত কথা

ধর্ম

ধর্ম হচ্ছে, মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ। প্রত্যক্ষ করাই যথার্থ ধর্ম,ধর্মের উহাই সার। আর অবশিষ্ট যাহা কিছু, যথা- ধর্মবক্তৃতা শ্রবণ অথবা ধর্মপুস্তক পাঠ অথবা বিচার, কেবল ওই পথের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। উহা প্রকৃত ধর্ম নহে। ধর্ম বাক্যাড়াম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমিতির মধ্যে ধর্ম আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ধর্ম আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। প্রত্যেক ধর্মেরই তিনটি করিয়া ভাগ আছে- যথা- দার্শনিক,পৌরাণিক ও আনুষ্ঠানিক । অবশ্য দার্শনিক ভাগই প্রত্যেক ধর্মের সার। পৌরাণিক ভাগ ওই দার্শনিক ভাগেরই বিবৃতিমাত্র,উহাতে মহাপুরুষগণের অল্পবিস্তর কাল্পনিক জীবনী ও অলৌকিক বিষয়সংক্রান্ত উপাখ্যান ও গল্পসমূহ দ্বারা ওই দর্শনকেই উত্তমরূপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। আর আনুষ্ঠানিক ভাগ ওই দর্শনেরই আরও স্থূলতর রূপ-যাহাতে সকলেই উহা ধারণা করিতে পারে।

— স্বামী বিবেকানন্দ

জন্মদিন

আজকের দিন

নীরজ চোপড়া

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী মহম্মদ রফির জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা অনিল কাপুরের জন্মদিন।*
১৯৯৭ *বিশিষ্ট জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার জন্মদিন।*

২০২৩: ‘নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব’

অশোক সেনগুপ্ত

জানুয়ারি
১— আফগানিস্তানে কাবুল বিমানবন্দরের কাছে ইসলামিক খোরাসানের বোমার বিস্ফোরণে হত ২০, আহত ৩০।
১১— কাবুলে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের সামনে আত্মঘাতি বোমারুর আক্রমনে মৃত ২০, আহত বহু।
১৫— পূর্ব কঙ্গে নর্থ কাইভ প্রদেশেএকটি গির্জার সামনে বোমা বিস্ফোরণে হত ১৭, আহত ৩৯।

২৭— পূর্ব জেরুজালেমে একটি ইহুদি উপাসনালয়ে ২১ বছরের এক ফিলিস্তিনি যুবকের বেপরোয়া গুলি। হত ৮, আহত ৩।
৩০— পাকিস্তানের পেশোয়ারে মসজিদে সন্দেহভাজন তালিবান গোষ্ঠীর আত্মঘাতির আক্রমণে হত ৮৫, আহত ২২৫।
ফেব্রুয়ারি
১৭— করাচিতে থানায় ‘তেহরিক ই তালিবান, পাকিস্তান’-এর হানায় হত ৭, আহত ১৭।
মার্চ
৬— করাচিতে ‘তেহরিক ই জিহাদ’-এর আত্মঘাতি বোমারুর হানায় হত ১০, আহত ১৩।
এপ্রিল
২— সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি কাফেতে অনুষ্ঠান চলাকালীন আইইডি বিস্ফোরণে হত ১, আহত ৪২।
১৫— গ্যাঙস্টার থেকে রাজনীতিতে আসা আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরফকে পুলিশ শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে পুলিশ হেফাজতেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে ধৃত ৩।
২৩— চরমপন্থী খালিস্তানি সন্ত্রাসবাদী অমৃতপাল সিং পঞ্জাবের মোহায় গ্রেফতার। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে (এনএসএ) মামলা হয়। অনাবাসী এই

ভারতীয় দুবাইতে ট্রাক ড্রাইভার হিসাবে কাজ করত। সেখান থেকেই আইএসআই এজেন্ট হিসেবে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে থাকার সময়ই অমৃতপাল পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা সংস্পর্শে আসে।
মে

৩— মণিপুরে জাতিদাঙার জেরে অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের মিছিলে হিংসাত্মক সংঘর্ষ।
৯— টিউনিসিয়ার জেরবায় ইহুদি ধর্মস্থানে টিউনিসিয়ান ন্যাশনাল গার্ডের গুলি। হত ৬, আহত ৮।
২৮— মণিপুরে জাতিদাঙার প্রেক্ষিতে সেনাদের গুলিতে মৃত ৩৩ উপজাতিয় জঙ্গি।
জুন
৮— আফগানিস্তানে ফয়জাবাদে এক মসজিদে প্রার্থনাসভায় (ইসলামি তালিবান) আত্মঘাতি বোমারুর হানায় হত ২০, আহত ৩৮।
১৬— উগাণ্ডার কাসে প্রদেশে একটি স্কুলে অ্যালায়েড ডেমোক্রাটিক ফোর্স-এর জঙ্গীদের হানা। হত ৮, আহত ৪২।
জুলাই
৪— ইস্রায়েলের তেল আভিভে হামাসদের বোমা ও ছুড়ির ঘায়ে হত ১, আহত ৯।
৩০— পাকিস্তানের বাজাউর খারে জামায়েত উলেমা ই ইসলামের মিছিলে আত্মঘাতি বোমারুর হানায় হত ৬৩, আহত ২০০।
আগস্ট
১৯— পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সন্দেহভাজন ইসলামি জঙ্গিদের পাতা ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে গাড়ি করে যাওয়া ১৩ শ্রমিক হতাহত হয়।
সেপ্টেম্বর

মণিপুরে উপজাতিদের ঐক্য পদযাত্রায় মেইথি ও কুকিদের মধ্যে প্রবল দাঙা।
২৮— জাতিদাঙায় আহত ৮০-র অধিক।
২৯— বালুচিস্তানে মাস্তুং জেলায় একটি মসজিদের কাছে মিছিলে আত্মঘাতি বোমারুর হানায় হত ৬০, আহত ৬০।
২৯— পাকিস্তানের খাইবার পাখতুন খাওয়ায় মসজিদের সামনে মিছিলে আত্মঘাতি বোমারুর হানায় হত ৫, আহত ১০।
অক্টোবর
৭— ইস্রায়েলের গাজায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে ঢুকে হামাস ‘যোদ্ধারা’ সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি সমবেতর ওপর বেপরোয়া গুলি করে।
হত ও নিখোঁজ ৩৬৪, আহত কয়েকশো।
৭— ইস্রায়েলের কিব্বুৎসে হামাস ‘যোদ্ধা’/ হানাদারদের

আক্রমণে বেশ কিছু নারী-শিশু সহ হত ১৩০, আহত প্রচুর।
১৩— আফগানিস্তানে পুল ই খুমরির একটি শিয়া মসজিদে বিস্ফোরণ। হত ৭, আহত ১৭।

২৯— কেরলে কোচির কাছে কালামাসেরির একটি কনভেনশন সেন্টারে ধর্মীয় সভায় রবিবারের সমাবেশে একগুচ্ছ বিস্ফোরণ। হত ৭, আহত ৩০।
নভেম্বর

৩০— ইস্রায়েলের জেরুজালেমে এক হামাস হানাদারের আক্রমণে হত ৩, আহত ১১।

শিরোনাম: গণতন্ত্রের বীরেন্দ্র

তন্ময় কবিরাজ

তিনি মলয় রায়চৌধুরী নন কিংবা পাবলো নেরুদা নন, আবার কবি সুকান্তর মত তিনি সংযত নন,তিনি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বামপন্থী চেতনা আর অনুশীলন সমিতির আদর্শ তাঁর রক্তে। তাঁর প্রতিটা লেখায় ধরা পড়ে সমকাল। তাঁর শব্দে ধরা পড়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ঢাকার সাম্প্রদায়িক আন্দোলন, মন্বন্তর, তেভাগা আন্দোলন। দেশকাল তাঁকে বিদ্ধ করেছে। তিনি যে কেবল দেশীয় পরিস্থিতির শিকার তা নয়, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় উঠে এসেছে মুজিবর থেকে হোচিমিন।আসলে তিনি এক বিশেষ সময়ের নাগরিক যখন দেশ তথা বিশ্বের পট পরিবর্তন হচ্ছে, মানুষের চেনা ভাবনায় আঘাত আসছে প্রতিদিন,দখল করছে নিত্য নতুন ধারনা।তিনি বিজন ভট্টাচার্য্যের মত সময়কে উপেক্ষা করেননি। বরং সময়কে বুঝেছেন, সময়কে দিয়েছেন তার শব্দ রূপ, কখনও উত্তরণের রাস্তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। সত্যি কথা বলতে,কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও অসহায় সময়ের কাছে। অক্তভিএ পেজে কথায়, ‘আননোইং উই আন্ডারস্ট্যান্ড’ কারন ‘স্টারস রাইট’। সময়ই নিয়তি। কালবেলাতেই জীবনের বেলাশেষ।তবে কবি পলাতক নন,তিনি পদাতিক।তিনি মানুষের পাশে। ব্রিটিশ কবি আলেকজান্ডার পপ বা ড্রিদেনের মত তিনি দেখেছেন রাজনীতির নগ্নতা, বৈষম্য। কবিতার ব্যবহার করেছেন স্যাটায়ার। ‘ভোট দিও না হাতিকে/ভোট দিও তার নাতিকে/ভোট দিও না গাধাকে/ভোট দিও তার দাদাকে।’ গনতন্ত্রের অধিকারে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতায় প্রশয় দিয়েছেন আইরনি। রূপকের আশ্রয়ে পরিস্কার করেছেন তাঁর ভাব। ভাবনার হাইপারবল নয়, তিনি বিষয়ের রেটরিকের জন্ম দিতে চেয়েছেন। তাই হাতি, গাধা শব্দের পরিবর্তে তিনি বিশ্বাস রাখতে চান নাতি, দাদার উপর।কারন ইনোসেন্স আর এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই জীবন যা কবি ব্লেক বলেছিলেন।তিনি রোমান্টিক হতে পারেননি। বরং শেলীর মত তিনি রক্তাক্ত। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ওয়েস্ট উইন্ডের মত গডফাদার নেই। তাই হাজারদুয়ারী জীবনে তিনি বন্দী। ভলতেয়ারের মত তিনি বিশ্বাস করতেন,ক্ষ্মযেখানে সমাজের হত্তা কর্তারাই ভুল সেখানে সঠিক হতে চাওয়া বিপদজনক। তাই তিনি তাঁর কবিতার ডাইরিতে এঁকেছেন ডাইআসটপিয়ার ছবি। কারন এডিসনের মত কবি জানেন রাজনীতি বিষ কতটা টক্সিক! উত্তরপাড়া কলেজ কবিতায় কবি লিখছেন, ‘রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়/শিক্ষক ছাত্রের রক্ত প্রতিটি সিঁড়িতে/... কাউকে ছুঁড়ে দিয়েছে পুলিশ/রক্ত বমি করে আজ হাসপাতালে এই বাংলায় কিশোর গোঙায়/এই তোমার রাজত্বে খুনি! তার উপর কি বাহবা চাও?/আমরা দেখবো,তুমি কতো দিন এই ভাবে রাক্ষস নাচাও।’ কবি অসহায়। এ যেন জীবনানন্দের বেলা অবেলা কালবেলার চল্লিশ দশক। শুধু রক্ত আর রক্ত বমিতে শেষ একটা তরুণ প্রজন্ম। শিক্ষার সিঁড়িতে রক্তের দাগ। বোধের মৃত্যু ঘটেছে। ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে রাক্ষসও পরাজিত। শুধু বাহবা পাবার ইচ্ছা। অবক্ষয়ের উন্নয়ন।কেউ থামবে না। কবি তাই সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের ডাক দেন।গণ চেতনার ডাক দেন। বিপ্লবের মধ্যেই উত্থান। দরকারে ছিনিয়ে নিতে হবে নিজেদের অধিকার।কবি চরম পন্থী। শাসকের প্রলোভনে পা ফেলা যাবে না। কবি ইউলিসিস। তিনিই ঘোষণা করেন, ‘বিপ্লব হক দীর্ঘজীবি।/.. প্রেতের মত ধুঁকছে মিছিল/উড়ছে পায়রা নোধর কান্তি।’

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবি সমর সেনের মত কবিতা থেকে নির্বাসন নেননি। বরং কবিতাকে সামনে রেখে আমরণ লড়াই চালিয়ে গেছেন।কবিতার মেটাফরে ধরা পড়েছে নাগরিক জীবনের করুন কোলাজ। তাঁর কবিতা পাড়াতে প্রতিবেশী হয়েছে উদ্বাস্তু জীবন। শুধু শব্দে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন বোধ।তাঁর কবিতায় রয়েছে মানুষের সভা, যেখানে মানুষ বলবে মানুষের কথা। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের কবিতায় নতুন ধারার প্রবর্তন করেন যা ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা কল্ড্রিজের মত নয়।তিনি লিরিকাল বালাডের মত সহজ নয়,তিনি ডিকেন্সের হার্ড টাইমসে মত বাস্তববাদী।কবি উত্তাল সময়ে ফিরে তাকাতে পারেননি।তাঁর যুগ সন্ধিক্ষণে টেনিশন বা হার্ডির দ্বন্দ্ব নেই।তিনি সময়ই বয়ে গেছেন, থামার সময় পাননি, আবার অ্যাবসার্ডদের মত অপেক্ষা করেননি। তিনি যেন নবান্ন নাটকের কুঞ্জ রাধিকা। অভাব অনটন, দাঙ্গা, রক্তপাত, দেশভাগ সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতায় তাই প্রতিফলিত হয়েছে পার্টিশন লিটারেচার। তিনিই লিখতে পারেন, ক্ষ্মআমার ভারতবর্ষ/পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের/যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমুতে পারে না। ‘তিনি মানুষের কথাই বলতে বেশি ভালোবাসেন। নিজের অন্তরালে রেখেছেন ফ্রয়েডকে। বিশ্বাস করেছেন সমাজ রাজনীতির চড়াই উতরাই। পাশে পেয়েছেন জুয়ান, বন্দুরার মত সমাজবিজ্ঞানীদের।তিনি মানুষ হয়ে মানুষের অধিকার ফেরাবার দাবি তোলেন। তাঁর কবিতা উপন্যাসের মত প্রকাশ পায়। কবিতার শব্দে লুকিয়ে থাকা যুক্তি বিদ্ধ করে নাগরিক জীবনকে। তিনি লিখেছেন, ‘হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশান রুটি/... রুটি দাও, রুটি দাও।’ রুটি বড়ো দরকার। অনাহার, অপুষ্টির প্রতিরোধে খাদ্যের প্রয়োজন। চল্লিশের মজুতদারির বিরুদ্ধে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদ শানিয়াছেন। তিনি অমর্ত্য সেনের মত বিশ্বাস করেন, খাদ্যাভাব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হয় না, মানুষ তার কালোবাজারির বা অসাধুতার জন্য দুর্ভিক্ষ হয়। উন্নয়নে যদি প্রাথমিক চাহিদাগুলো নাগরিক জীবনে পরিপূর্ন না হয় তাহলে শাসকের উন্নতি তো শাজাহানের রাজত্বকাল! জীবনের মান উন্নত হলে মানবশ্রম উন্নত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে, আসবে রাষ্ট্রের প্রগতি। অথচ কবি দেখেছেন শাসকের নির্মম চরিত্র। ভাত চাইতে গেলে গুলি, মিছিল করতে গেলে গুলি। রাষ্ট্র বা শাসকের বিরুদ্ধে মুখ খোলা অপরাধ। তুমি নিরব দর্শক। তুমি প্রশ্ন করতে পারবে না ।মানুষের ক্রোমোজোমে দাসত্ব ঢুকিয়ে দাও। কবি তাই গনতন্ত্রের প্রশ্নে তিনি বিরক্ত। তিনি বলেন, ‘এই না হলে শাসন?/ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বনধ গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই/... একেই বলে গনতন্ত্র/গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই।’

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এসেছে বিষ্ণু দের প্রভাব। এ ব্যাপারে তিনি আর সমর সেন একই। তবে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সে প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন পরবর্তীকালে। অনেকে তাঁর লেখায় রাশিয়া বা বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ কবিদের ছায়া দেখেছেন। তাঁর চেতনায় হেমিংওয়ে, মঘম রয়েছে। তবে তিনি তাঁর মাটির গন্ধে ভুলে যাননি স্বদেশ। আমার চোখে তিনি এক মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কবিতাকে গড়পড়তা অলঙ্কারে না সাজিয়ে নাগরিক ভাষায় কবিতা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কবিতা নগরজীবনের খাসখবর। শিরোনামে উঠে এসেছে সময়ে বিভিন্ন স্তর ও তার অবক্ষয়। তিনি ধর্মের প্রতি সংশয় প্রদর্শন করেছেন। মানুষ মানবতা ছাড়া কোন ধর্ম হয়না। তাই দ্বিধা দ্বন্দ্বে তিনি উল্লেখ করেছেন মথুরা অযোধ্যার কথা। নবারুণের মৃত্যু উপত্যকা তাঁরও পছন্দ নয়। তিনি লেখেন,‘সাপ খেলানোর নেশা মৃত্যু দিয়ে কোন বাজিকর/দেখিনি এমন ছবি মথুরায় কিংবা অযোধ্যায় কোনোদিন।’ সাপ পাশবিকতার প্রতীক। কবি আদিমতার থেকে রাজনীতিকেই বেশি ভয়ানক বলে মনে করেন। শাসক বাজিকর। কবি জানেন, শুধু ভোটের জন্য জনকল্যাণকে বাজি ধরে শাসক। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় নতুনত্ব কিছু নেই, শেখার কিছু নেই। তবু তাঁর কবিতা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে। শব্দের লেন্সে উদ্ভাসিত সময় যা চিরকাল অমলিন। তারাশঙ্কর, মানিক বন্দোপাধ্যায় যে কথা তাঁদের উপন্যাসে তুলে ধরেছেন, কবি তাঁদের মত একই বিষয় তুলে ধরেছেন। তবে কবি কবিতায় সীমাবদ্ধ থেকেও তিনি সাহসী।তিনি লিখেছেন, ‘রাজা আসে যায় রাজা বদলায়/.. কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার লড়াই চলছে, চলবে/পেটের ভিতর কবে যে আগুণ জ্বলছে এখনো জ্বলবে/...তুমি বদলাও না, সেও বদলায় না।’ শাসক বদলায়, শাসন বদলায় না। মানুষের অভাব শাসকের অস্ত্র। মানুষ স্বনির্ভর হলে শাসক কাকে শোষণ করবে? পৃথিবীর ইতিহাসে শাসক তাই নির্দয়।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে বিশ্বাস করেন। কিন্তু বিপরীত ধারনা তৈরী করতে গেলে বিরোধী মতামত দরকার, জনগণের বিবেক দরকার। প্রজা বিক্রী হলে, চেতনা বিক্রী হলে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম হবে। কবি জনগণের উপর বিশ্বাস রাখেন।আজ বা কাল নাগরিক জীবনে চেতনা ফিরবেই। পরিবর্তনের ডাক আসবেই। কালেকটিভ কনশাসনেসের মাধ্যমে নতুন সভ্যতার সূচনা হবে। তিনি লিখেছিলেন, ‘সে জাগবেই। জাগবেই। আমি তাকে কোলে নিয়ে বসে আছি রক্ত পুঁজ মাখামাখি রাত্রি...।’ কারন তাকে জাগাতেই হবে, নাহলে শোষণের সব সীমা লঙ্ঘন করবে শাসক। চালু হবে পুনরায় দাসপ্রথা।কবি জানেন, মানুষকে বোঝালে সে বুঝবে। অস্থির সময়ে সে দিশাহীন। শাসক গ্রাস করছে সবকিছু। তাই কবিতায় ঝরে পড়ে আক্ষেপ,ক্ষ্মকোথাও মানুষ ভালো রয়ে গেছে বলে/আজও তার নিশ্বাসের বাতাস নির্মল/... তথাপি মানুষ আজও শিশুকে দেখলে/নম্র হয়, জননীর কোলে মাথা রাখে/উপসেও রমণীকে বুকে টানে..ক্ষ্ম। সত্যের বিকৃত ঘটছে। সংশয়ে হারিয়ে যাচ্ছে যুক্তির সুখ। কবি জানেন, তাঁর ধর্ম তিনি মানুষ। তিনি তাই মানুষের বাইরে কাউকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না। তিনি সমাজকে বলে দিতে পারেন, ‘আমার ঈশ্বর নেই বলে/সবাই আমাকে উপহাস ছুঁড়ে দেয়।’

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

হরিশ্চন্দ্রপুরের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির বিরোধী প্রতিনিধিরা, করলেন প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের দুয়ারে কর্মসূচিতে সামিল হলেন সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। তাঁদেরকে স্বাগত জানিয়ে দুয়ারে সরকার প্রকল্পের সমস্ত কর্মসূচির বর্ণনা দিলেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শনিবার দুপুরে হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের তুলসিহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন মাঠে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আরে সেখানেই রাজ্য সরকারের এই ৩৪ টি প্রকল্পের কর্মকাণ্ড দেখতেই হাজির হন বিরোধীদলের সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচি দেখে একযোগে সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রশংসা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজনীতির ময়দানে সমালোচনা যাই হোক না কেন, সাধারণ মানুষের এই পরিষেবা দেখতে এদিন তারা হাজির হয়েছিলেন। সত্যি যে প্রশংসনীয় পরিষেবা রাজ্য সরকার করে দিয়েছে, তাতেও বলতে দ্বিধাবোধ করেননি বিরোধী দলের ওই জনপ্রতিনিধিরা।

এদিন তুলসিহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায় এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে হাজির হন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম দলের প্রধান সোমা খাতুন, মালদা মালদা জেলা পরিষদের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্যার স্বামী তথা স্থানীয় কংগ্রেস নেতা আব্দুস সোবহান ও তুলসিহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য অরুণ কুমার সাহা। তাদেরকে এই দুয়ারে সরকার সম্পর্কিত সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলি তুলে ধরেন মালদা জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট এলাকার তৃণমূল দলের নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুন। এদিকে এদিন একযোগে বিরোধীদলের নেতা-নেত্রীদের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ঘুরতে দেখে সাধারণ মানুষেরাও হতবাক হয়ে গিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন এতদিন তো রাজনীতির ময়দানে সরকার বিরুদ্ধে কুৎসা ছাড়া কিছুই করতে দেখা যায়নি বিরোধীদের। কিন্তু এদিন রাজনীতির বেড়াজাল ভেঙে বিরোধী দলের এলাকার নেতা-নেত্রীরা যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে এসেছেন এটাই ভালো লাগল। রাজনীতির বাইরে এইরকম সম্পর্কই থাকা উচিত।

উল্লেখ্য, তুলসিহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতটি বিজেপি এবং সিপিএমের সমর্থনেই গঠন হয়েছে। প্রধান রয়েছেন সিপিএমের সোমা খাতুন। তিনি বলেন, রাজনীতির উর্ধ্বে মানুষের স্বার্থে কাজ করা উচিত। রাজ্য সরকার ভালো উদ্যোগ নিয়ে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পরিচালিত করছে। আর তা দেখতেই এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের এই দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে এসেছিলাম।

তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার নির্বাচিত সদস্য মর্জিনা খাতুন জানিয়েছেন, এদিন দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পরিদর্শনের পাশাপাশি বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিরা সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের স্থলে বসেও দুপুরের মধ্যাহ্নভোজন সেরেছেন। রাজনীতির বাইরেও বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা যে দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে এসে প্রশংসা করেছেন এটা খুব ভালো লাগলো। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ খেটে খাওয়া রাজ্যের মানুষের জন্য যেভাবে একের পর এক উন্নয়নমুখী প্রকল্প তুলে ধরেছেন, তাতে সকলেই প্রশংসা করছেন। তাই রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে হরিশ্চন্দ্রপুর পথ দেখাচ্ছে।

আপদমিত্রদের হাতে দুর্যোগ মোকাবিলার সরঞ্জাম তুলে দিল আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

হুগলি জেলার মধ্যে আরামবাগ মহকুমা নদী ও বেশ কিছু বড় খাল বেষ্টিত। তাই জলাশয়গুলিতে সারা বছরই জল ডুবির ঘটনা থেকে শুরু করে বন্যার জলে প্লাবিত হয় এলাকা। তাই আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর তৎপর থাকে। তাছাড়া দ্রুততার সঙ্গে যাতে বিপর্যয় মোকাবিলা করা যায় সেই জন্য আরামবাগ মহকুমার প্রশাসন আপদমিত্রদের হাতে দুর্যোগ মোকাবিলার সরঞ্জাম তুলে দেয়। বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে বর্ষাতি, গামবুট, টর্চ, হেলমেট না নিয়েই এতদিন কাজ করতে হচ্ছিল। শনিবার মহকুমা প্রশাসনিক দপ্তরে ডিজিস্টার ম্যানেজমেন্ট ও সিভিল ডিফেন্সের তরফে মহকুমার ৯৪ জন আপদমিত্রদের হাতে নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামগুলি তুলে দেওয়া হয়। আপদমিত্রদের অভিযোগ ছিল, বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে নিরাপত্তামূলক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছাড়াই এতদিন তাদের কাজ করতে হচ্ছিল। আপদমিত্র বিলাস মণ্ডল বলেন, খানাকুল বন্যা কবলিত এলাকা। বন্যা ছাড়াও নানা বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ আমাদের কাজ করতে হয়। বর্ষাতি এতদিন নিজেদের আনতে হতো। সাপখোপ এলাকায় গামবুট, টর্চ ছাড়াই কাজ করতে হচ্ছিল। আমাদের তরফে বিষয়টি প্রশাসনের আধিকারিকরদের জানিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মেলায় ভালো লাগছে। তনুশ্রী রায় বলেন, গোঘাট-২ ব্লক আমরা কাজ করি। ঝুঁকিপূর্ণ এই কাজ করার জন্য আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল না। এদিন ব্যাগ সহ বেশকিছু জিনিসপত্র পেলাম। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রথীন্দ্রনাথ সরকার বলেন, মহকুমার সিভিল ডিফেন্স ভলিন্টিয়ার ও আপদমিত্র ট্রেনিং যারা নিয়েছেন তাদের নিরাপত্তামূলক সেফটি গ্লাভস, পকেট নাইফ, জলের বোতল, মশারি, গামবুট, সেফটি গগলস সহ মোট ১১ টি জিনিস তুলে দেওয়া হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলার কাজ করতে গিয়ে আপদমিত্ররা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এই গুলো পেলে কাজের সুবিধা হবে। অপরদিকে সিভিল ডিফেন্সের পক্ষ থেকে শ্রীকান্ত রায় বলেন, আপদমিত্ররা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজ করেন। এই কাজ করতে হলে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রয়োজন সেই বিষয়ে আমরা আবেদন করেছিলাম। প্রশাসন সেই আবেদনে সারা দিয়েছে। প্রশিক্ষিত আপদ মিত্রদের হাতে আরামবাগ বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক ও মহকুমা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দেওয়া হয়।

লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার ভিআই লেনিনের মৃত্যু শতবর্ষে শনিবার ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেডে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচনা সভায় মূল বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য দিলীপ মাইতি। সভাপতিত্ব করেন দেবাশিস মাইতি। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা কমিটির সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক,সুজিত মাইতি, অঞ্জন জানা প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন চন্দন নাগ চৌধুরী। সভায় লেনিনের মৃত্যু শতবার্ষিকী উদযাপন কমিটি গঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে কানাইলাল পাখিরা এবং যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন সুব্রত মাজী ও নিমাই বাগ। আগামী একুশে জানুয়ারি লেনিনের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে নানা রকম অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গৃহীত হয়। দিলীপবাবু বলেন, বিশ্বের বুকে প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণির রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন লেনিন। দার্শনিক কার্ল মার্কসের মতবাদকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন দিক থেকে রাশিয়ায় দ্রুত যে অগ্রগতি ঘটেছিল তা তৎকালীন সময় সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। যা দেখে বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ, রম্যারলা, বার্নাড’শ প্রমুখরা অভিবাদন জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা লেনিন ১৯২৪ সালের ২১ জানুয়ারি প্রয়াত হন।

বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বেপরোয়া বাইকের ধাক্কার পর পাঁচদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মৃত্যু হল সিভিক ভলান্টিয়ারের। শনিবার ভোররাতে তার মৃত্যু হয় কলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। বাড়ি শালীপুর অঞ্চলের গোয়ালপোতা গ্রামে। মৃত সিভিক ভলান্টিয়ার বছর ৩২ এর শরিফুল খান। গত ১৮ ডিসেম্বর রাতে ঘটনাটি ঘটেছিল বসিরহাটের হাড়োয়া থানার, শালীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের, কলুপুকুর মোড় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওইদিন রাত আনুমানিক নটা নাগাদ কলুপুকুর মোড় এলাকায় কর্তব্যরত অবস্থায় ছিলেন শরিফুল। সে সময় রাস্তা পার হতে গেলে হাড়োয়ার থেকে লাউহাটির দিকে যাওয়া দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইক তাকে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। স্থানীয় বাসিন্দারা ও আরও এক সিভিক ভলান্টিয়ার তাকে উদ্ধার করে প্রথমে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতাল নিয়ে যায়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাকে কলকাতার আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। দীর্ঘ পাঁচ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর অবশেষে এদিন ভোররাতে মৃত্যু হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। তার একটি তিন বছরের শিশুকন্যা আছে।

সাংসদ পদ থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে মিছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: গণতন্ত্রের গলা টিপে হত্যা করতে চাইছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। বিজেপি চাইছে বিরোধী শূন্য গণতন্ত্র। তাই কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই সাংসদদের বহিষ্কার করা হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভা থেকে। তারই প্রতিবাদে আমাদের মিছিল। শনিবার মধ্যমগ্রাম জেলা তৃণমূল কর্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে এমনই মন্তব্য করেন বারাসাতের সাংসদ তথা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এদিন মধ্যমগ্রাম চৌমাথা থেকে বারাসাত ডাকবাংলা মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে মিছিলে সামিল সংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, দমকল মন্ত্রী সুজিৎ বসু, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জি, বিধানসভার উপ মুখ্য সচেতক তাপস রায় সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। মিছিল থেকে বারাসাতে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেন, সংসদীয় রাজনীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টি বিরোধীদের ওপর যে আক্রমণ এবং সাংসদ থেকে বহিষ্কার করেছে তারই প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি। সংসদীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রতিবাদে এই মিছিল, তবে সংসদ থেকে বহিষ্কারের প্রতিবাদে আগামী দিনে বিরোধীদের কি কর্মসূচি তা সময় ঠিক করবে। এদিন কয়েক হাজার মানুষ মিছিলে পা মেলান। বৈঠকে সুজিত বসু বলেন, আগামী ২৮ ডিসেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার চাকলা লোকনাথ ধামে আসবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরে পুজো দিয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন সহ কর্মিসভা করবেন তিনি। সে কারণেও এদিন দলীয় কার্যালয়ে জেলার বিধায়ক, সাংসদ ও অন্যান্যদের নিয়ে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। তিনি আরও বলেন, সভা শেষে চাকলা মন্দির সংলগ্ন মাঠে দলনেত্রীর উপস্থিতিতে ১০ হাজার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও দলীয় পদাধিকারীকদের নিয়ে ঘেরা মাঠে কর্মিসভা করবেন। সেখানে সমস্ত স্তরের কর্মীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই কর্মিসভা। মুখ্যমন্ত্রী মন্দিরে পুজো দিয়ে নানান কর্মসূচি পালনের পর দুপুর ১ টায় কর্মিসভা হবে।

রাজাপ্যারী মোহন কলেজের টিএমসিপি পরিচালিত সোশ্যালে বহিরাগতদের প্রবেশ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: এবারেও উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এবারের ছাত্র উৎসবে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কমিশনারেটের সূত্রে খবর, গত বারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তাই এইবার র‍্যাফ, মহিলা পুলিশ, সাদা পোশাকের পুলিশ মোতায়েন করা হয়। যদিও এইবারেও সেই বিশৃঙ্খলা এড়ানো যায়নি। তিন দিক থেকে পুলিশ গার্ডওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া সত্ত্বেও বহিরাগতদের ভিড় এইবারও দেখা যায়,পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ লাঠি হাতে তেড়ে যায়, বেশ কিছু বহিরাগতকে বের করে দেয় পুলিশ। ঘটনার সামাল দিতে ছাত্র পরিষদের সদস্যরা মূল গেটের সামনে এসে মাঠ থেকে অনেক যুবককে বের করে দেয়, মাইকিং করা হয়। যদিও শ্রীরামপুর কলেজের এক দল ছাত্র এই অনুষ্ঠান দেখতে আসলে তারা ঢুকতে পারে না। অনেকেরই বক্তব্য, ছাত্র উৎসবে যদি ছাত্র ছাত্রীরাই উৎসব প্রাঙ্গণে ঢুকতে না পারে আর মাঠ আলো করে শাসক দলের ছোট বড় মাঝারি নেতারা ভিড় করে তাহলে এই ধরনের অনুষ্ঠান না করাই ভালো। যদিও, এই ছাত্র উৎসবের ৩০ লক্ষ টাকার উৎস নিয়ে প্রশ্ন তোলে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। তাদের বক্তব্য, যেখানে দীর্ঘ দিন ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি সেখানে কিভাবে শাসক দলের এই শাখা সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের থেকে টাকা তুলে ফূর্তি করছে। যদিও এই বিষয় ছাত্র সংসদের সভাপতি সন্দীপন নাথ বলেন, এই বছর আমরা অনেকটাই সতর্ক ছিলাম,কিন্তু আমাদেরই কিছু নেতৃত্বের ভুলে এই ত্রুটি হয়েছে, আমরা কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

মাইনে না পেলে কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি, প্রতিবাদে চুঁচুড়া পুরসভার গাড়ি চালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: মেলেনি বেতন। কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদে রাস্তায় হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার গাড়ি চালকরা। অ্যাম্বুল্যান্স থেকে শববাহী গাড়ি, জলের গাড়ি থেকে জঞ্জাল সংগ্রহের গাড়ি, কোনও চালকই চলতি মাসে কোনও বেতন পাননি বলে অভিযোগ। তাতেই ক্ষোভ দানা বাঁধছিল চালকদের মনে। এদিকে হুগলি চুঁচুড়া পুরসভায় পঞ্চাশ জনের বেশি চালক রয়েছে। প্রত্যেকের কাঁধে রয়েছে নিজ নিজ দায়িত্ব। কিন্তু, মাইনে না পেলে তাঁরা কাজ বন্ধের হুঁশিয়ারি আগে থেকেই দিয়ে আসছিলেন। এদিনও এ নিয়ে পুর প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে যান। সূত্রের খবর, সেখানেও দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা বেধে যায়। তখনই বেতন না পেলে গাড়ি চালাবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় চালকদের অনেককে। এদিকে বেতন যে আসেনি তা মেনে নিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান। শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলেও জানাচ্ছেন তিনি। কিন্তু, এখন আচমকা কাজ বন্ধ করে দিলে বাকি বেতন পেতেও সমস্যা হতে পারে বলে তাঁর মত। যদিও আন্দোলনকারী চালকদের অভিযোগ, এটা নতুন নয়। প্রায়ই বেতনের জন্য তাঁদের আন্দোলন করতে হচ্ছে। তারপর আসছে বেতন। হুগলির আর কোনও পুরসভায় এই ছবি দেখা যায় না বলে তাঁদের দাবি। যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায় বলছেন, বেতন ঠিক সময়েই আসে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মাইনে অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। এবার একটু দেরি হলেও বেতন এসে যাবে। তবে কোনওভাবে চালকদের হুঁশিয়ারিকে মান্যতা দেওয়া হবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে পুরসভার তৃণমূল শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা বিনোদ হরিজনও স্পষ্ট বলছেন, তাঁরা কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলনের পক্ষে নেই। কেউ কাজ বন্ধ রেখে আন্দোলন করতে চাইলে করতে পারে, সেটা ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত নয়। তবে তিনি এও জানাচ্ছেন, মঙ্গল-বুধবার বেতন হতে পারে বলে আশ্বাস দিয়েছেন চেয়ারম্যান।

গ্যাসের কানেকশনে আধার লিঙ্ক করতে হয়রানি সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: রাতভর খোলা আকাশের নীচে কাটছে গ্যাসের কানেকশনের সঙ্গে আধার লিঙ্ক করতে গিয়ে। গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে লিঙ্কের সমস্যা। ফলে হয়রানির শিকার হচ্ছে সুন্দরবনের প্রান্তিক মানুষেরা। অধৈর্য হয়ে গ্যাস অফিসের কর্মীকে ঘিরে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন গ্রাহকরা। এই ছবি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার প্রায় সর্বত্রই। তবে উত্তর ২৪ পরগনার জেলার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক সহ প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকায় এই সমস্যা আরও প্রকট। সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে হয়রান হচ্ছে মানুষ। গ্যাসের কানেকশনে আধার লিঙ্ক করতে হবে। কিন্তু লিঙ্ক ভালো না থাকার কারণে সঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না, আর তাই দুর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষ সকাল থেকে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খাওয়া দাওয়া করে লাইনে দাঁড়িয়ে। অবশেষে গ্যাস অফিসের কর্মীকে ঘিরে বিক্ষোভ। কখন হবে আধার লিঙ্কের কাজ তাও সঠিকভাবে বলতে পারছে না গ্যাস অফিসের কর্মীরা। গ্যাস অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মীদের ঘিরে। গ্রাহকদের অভিযোগ আমরা কেউ নদীপথে, কেউ আবার পায়ে হেঁটে পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার এসেছি। কাজ হলে আবার ফিরে যাব। সকাল থেকে আধার লিঙ্ক করার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, কাজ হচ্ছে না, শুধু হয়রানির শিকার হচ্ছি। দিন চলে গিয়ে রাত গড়িয়ে আসছে তাও আধার কার্ডের লিঙ্ক করতে পারছে না।

কুলপিতে তৃণমূল কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপিতে। কুলপি থানার অন্তর্গত ছামনাবনি এলাকার ঘটনা। স্থানীয় সূত্রের খবর, কুলপির ছামনাবনি এলাকার বাসিন্দা কুতুব উদ্দিন পাইক কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, এমনকী গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ছামনাবনি গ্রামে কংগ্রেসের প্রার্থী জয়লাভ করে। সম্প্রতি কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থী-সহ কংগ্রেস কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এরপরেই শুক্রবার গভীর রাতে কুতুবউদ্দিন পাইকের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা। আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। খবর দেওয়া হয় কুলপি থানার পুলিশকে। পরে খবর পেয়ে কুলপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আক্রান্ত পরিবারের অভিযোগ, কংগ্রেস থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়াতে তাদের উপর বোমাবাজি করা হচ্ছে। রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা বোমাবাজি করে চম্পট দেয়। ঘটনার জেরে থমথমে গোটা এলাকা। অন্যদিকে ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে কুলপি থানার পুলিশ।

দেগঙ্গা বই মেলার উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: প্রায় ১১ বছর পর শুরু হল দেগঙ্গা বই মেলা ও উৎসব। বেড়াচাঁপা বীণাপানি বালিকা বিদ্যালয় ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে ২৩-৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বইমেলা। শুক্রবার মেলার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত কবি সুবোধ সরকার। উপস্থিত ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, কবি অরুণ চক্রবর্তী, বারাসাত জেলা পুলিশের সুপারিটেনডেন্ট অফ পুলিশ ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রিয়াঙ্কা দাস মণ্ডল, বইমেলার অন্যতম কর্মকর্তা ও দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আনিসুর রহমান বিদেশ সহ অন্যান্যরা। দেগঙ্গা বই মেলার মূল মঞ্চটি দিল্লি লাল কেল্লার আদলে তৈরি করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে দেগঙ্গা ব্লকের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বইয়ের স্টল ছাড়াও রয়েছে নানান ধরনের সামগ্রীর স্টল।

জঙ্গলমহলে সাধারণ সম্পাদক কাপের আয়োজনে টিম অভিষেক, উপস্থিত মন্ত্রী

অরূপ ঘোষ ● ঝাড়গ্রাম

টিম অভিষেকের পক্ষ থেকে ঝাড়গ্রাম শহরে আয়োজিত হল সাধারণ সম্পাদক কাপ ২০২৩! শনিবার সন্ধ্যায় তৃতীয় বর্ষ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে রাজ্যের মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, আগামীকাল প্রাথমিকের টেট পরীক্ষা রয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে। তাই পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রাস্তায় নামানো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে সরকারি বাস। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত রাজ্যের মহকুমা ও জেলা স্তরে ৬৭ টি কন্ট্রোল রুম খোলা থাকবে। ওই কন্ট্রোল রুমগুলি থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হবে। সেই সঙ্গে তিনি বলেন সুষ্ঠুভাবে যাতে টেট পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর যাতে বাড়ি ফিরতে পারে তার জন্য পরিবহন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ব্রিগেডে লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের কর্মসূচি হল টেট পরীক্ষা। যে কোনো সংগঠন অনুষ্ঠান করতে পারে তাতে কোনও বাধা নেই। কিন্তু সরকারের কর্মসূচি সরকারকে পালন করতে হয়। তাই রবিবার টেট পরীক্ষা নিয়ে কোন অসুবিধা হবে না বলেও তিনি জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE

This is to inform all that the Original Bengali Deed of Conveyance dated 21st May 1933 corresponding to 7th Jaistha 1340 B. S. and recorded in Book No. I, Volume No. 15, Pages from 92 to 101, Being No. 2208 for the year 1933 and registered at the Office of the District Sub Registrar Alipore in respect of Premises No. 24,Tollygunge Road, under P. S. - Tollygunge, Kolkata - 700 026 purchased by my Clients predecessor namely Amullya Ratan Roy, since deceased, Son of Late Bonku Behari Roy, from the previous Owner Purna Chandra Bhattacherjee, Son of Late Motilal Bhattacherjee which has lost from the custody of my clients namely Indranil Roy, Son of Late Rajat Roy and Avijit Roy, Son of Late Ranjit Roy all of 24 Tollygunge Road, Kolkata - 700 026, on 5th December 2023. My Clients have lodged diary for lost the Original Deed to the Tollygunge Police Station on 06.12.2023 being G. D. No. 320. If any found the Original Deed, please contact with me at my address or Phone No. 9830149704, or to my clients address at 24, Tollygunge Road, under P. S. Tollygunge, Kolkata - 700 026.

Ranjan Kumar Maitra
Advocate
178/1, Roy Bahadur Road,
"PRATIVA APARTMENT",
Flat No. 401, Behala,
Kolkata-700 034

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, MIDNAPORE
LA.D. CASE No. 5 OF 2023
Smt. Moupriya Dutta Roy ....Petitioner

This is for the information of all concerned that **Smt. Moupriya Dutta Roy,** W/o Sri Palash Dutta Roy, Of Gombhirnagar, Ghatal, P.O. & P.S. - Ghatal, Dist.- Paschim Medinipur. PIN - 721 212 has filed **L.A.D. Case No. 5/2023** before the Court of the District Delegate, Midnapore **for grant of letter of administration of the Will of deceased Manik Mandal**, S/o Late Bhutnath Mandal, Of Tantigeria, P.O. - Vidyasagar University, P.S. - Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, PIN 721 102. The next date of hearing of the case has been fixed on **31.01.2024** If anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

Schedule

Within Dist. Paschim Medinipur, P.S. – Kotwali, Mouza - Tantigeria, J.L. No. 151, R.S. Khatian No, 350, L.R. Khatian No. 902, R.S. Plot No. 46, L.R. Plot No. 49, Measuring **0.0298 Acre = 0298 Dec.**

By order
Tapas Ranjan Chakraborty
Sheristadar
District Delegate, Paschim Medinipur, 20/12/2023

বর্ধমানে গোরু চোর সন্দেহে গণপ্রহারে মৃত ২, পলাতক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: গোরু চুরি করতে গিয়ে স্থানীয়দের হাতে গণ ধোলাইয়ের জেরে দুই ব্যক্তির মৃত্যু হল বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের তুরুক-ময়না গ্রামে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বেশ কিছু দিন ধরেই গ্রামের বিভিন্ন গোয়াল থেকে গোরু চুরি হয়ে যাচ্ছিল। কে বা কারা গ্রামের মানুষের গোরু চুরি করছিল তা কেউ ধরতে পারছিলেন না। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিল গ্রামবাসীরা। গোরু চোর ধরতে নজরদারিও শুরু করেছিল গ্রামবাসীদের একাংশ।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে একটি ৪০৭ পিকআপ ভ্যানে করে পাঁচ জনের একটি দুষ্কৃতী দল গ্রামে ঢুকে একটি গোয়ালঘরের তালা ভাঙার চেষ্টা করছিল। সেই সময় গ্রামের কয়েকজন আওয়াজ পেয়ে দুষ্কৃতীদের তাড়া করলে তাদের মধ্যে তিনজন কোনও ক্রমে পালিয়ে গেলেও, দু'জন গ্রামের একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয়। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা গোটা পুকুর ঘিরে ফেলে। দুই দুষ্কৃতী পুকুর থেকে উঠতেই তাদের বেধড়ক মারধর করে উত্তেজিত জনতা।

খবর পেয়ে জামালপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উত্তেজিত জনতার হাত থেকে দুই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মেমারি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে তাদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন তাদের মৃত্যু হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা গ্রামজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গ্রামে পুলিশ পিকেট মোতায়েন করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পলাতক বাকি তিনজনের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

জুতো খুলতে বলায় এক্সরে রুমের কর্মীকে মারের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল
এক্সরে করতে আসার আগে জুতো খুলে ঢুকতে বলায় রোগীর পরিবারের ১০/১২ জন উন্মত্ত সদস্যদের হাতে আসানসোল জেলা হাসপাতালের এমারজেন্সি বিভাগ লাগোয়া ডিজিটাল এক্সরে রুমের এক কর্মীকে মার খেতে হয় বলে অভিযোগ। প্রহৃত ওই কর্মীর নাম কিষাণ শর্মা। ঘটনার পর জেলা হাসপাতালে এমারজেন্সি বিভাগে ওই কর্মীকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়। এই ঘটনার জেরে গোটা হাসপাতালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে জেলা হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্প থেকে কর্মীরা আসেন। পরে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ জেলা হাসপাতালে এসে পৌঁছয়। তবে ততক্ষণে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে হামলাকারীদের অনেকেই হাসপাতাল ছেড়ে পালান বলে দাবি।

আসানসোল জেলা হাসপাতাল

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল উত্তর থানার রেলপারের বাবুয়াতলাওয়ের বাসিন্দা আমনা খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যরা জেলা হাসপাতালে আসেন। বছর ৬০ -এর আমনা খাতুনের হাত ভেঙে যাওয়ায় এমারজেন্সি বিভাগের চিকিৎসক এক্সরে করানোর কথা বলেন। সেই সময় এক্সরে রুমে ডিউটিতে ছিলেন কিষাণ শর্মা এক কর্মী। তিনি এক্সরে রুমের নিয়মমতো রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের জুতো খুলে আসতে বলেন। কিন্তু তাঁরা জুতো না খুলে জোর করে এক্সরে রুমে ঢোকার চেষ্টা করেন। তখন ওই কর্মী তাঁদেরকে ঢুকতে বাধা দেন বলে দাবি। এরপরই রোগীর পরিবারের সদস্য ১০/১২ জন মহিলা ও পুরুষ ওই কর্মীর ওপরে চড়াও হয়ে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। ঘটনা দেখে অন্য কর্মীরা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে হাসপাতালের অন্য কর্মীরা আসেন। এই ঘটনায় হাসপাতালের কর্মীরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। বিশেষ করে রাতে যেসব কর্মীরা কাজ করেন তাঁরা।

এই প্রসঙ্গে জেলা হাসপাতালের সুপার ডা. নিখিল চন্দ্র দাস দাবি করেন, এই ধরনের ঘটনা কোনও ভাবেই কাঙ্খিত নয়। কর্মীরা তো সাধারণ মানুষদেরকে পরিষেবা দেওয়ার জন্য আছেন। কিন্তু যে নিয়ম আছে তা তো মানতে হবে। এক্সরে রুম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। যেখানে যে কেউ জুতো পড়ে ঢুকতে পারেন না। তিনি বলেন, 'প্রহৃত ওই কর্মী আমাকে সব ঘটনার কথা লিখিত ভাবে বলেছেন। আমি তা আসানসোল দক্ষিণ থানায় জানিয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' পুলিশ জানায়, হাসপাতালের তরফে একটা অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সোনার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমানের তালিত রেল গেট এলাকায় এক জুয়েলারির দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় শনিবার চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাস্থলে আসে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ।

তালিত রেল স্টেশনের কাছে জুয়েলারির দোকানে গতকাল রাতে দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালিয়ে লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার নিয়ে চম্পট দিয়েছে। যাওয়ার সময় দোকানের সিসিটিভির সরঞ্জাম নিয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ ও তদন্ত চলছে বলে জানান পুলিশ আধিকারিকরা। দোকানের শাটারের তালা এবং কাচ ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই বিষয়ে দোকানের কর্মচারীরা জানান, এইরকম ঘটনা এই প্রথম এখানে ঘটল। বাড়ির মালিক ফোন করে খবর দেওয়ার পরেই জানতে পারলাম। দোকান থেকে ২৬পিস আংটি, নাকছাবি ও রুপোর সিঁদুর কৌটো সহ লাখ তিনেক টাকার সামগ্রী চুরি গিয়েছে বলে জানান তাঁরা।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল বসতবাড়ি ও গোয়ালঘর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জেরে আগুনে ভস্মীভূত এক ব্যক্তির বসতবাড়ি ও গোয়াল ঘর। আগুনে পুড়ে মারা গেল ১০টি ভেড়া, ২০টি হাঁস-মুরগি। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কাঁটার গ্রামে। খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে ঘটনাস্থলে যান ব্লকের আধিকারিকরা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের কাঁটার গ্রামের সনৎ রায়ের বাড়িতে শুক্রবার গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাঁর বসতবাড়ি ও গোয়াল ঘর। বাড়িতে থাকা সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাশাপাশি তাঁর গোয়ালে থাকা গবাদি পশু মারা যায়। অগ্নিদগ্ধ হয় দু'টি গোরু। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ঘরের ভিতরে থাকা নগদ পাঁচ হাজার টাকা ও বেশ কিছু সোনার গয়না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য পার্থসারথী মণ্ডল এবং ব্লকের রিলিফ দপ্তরের আধিকারিকরা। প্রবল শীতে সর্বহারা হয়ে পরে গোটা পরিবার। সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন সনৎ রায় ও তাঁর পরিবার।

সনৎ রায় জানিয়েছেন, শুক্রবার রাতে তিনি ও তাঁর স্ত্রী রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন। মাঝরাতে হঠাৎ গোটা ঘরে ধোঁয়া ভোরে গেলে তাঁরা চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আগুন লেগেছে। তড়িঘড়ি দু'জনেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে চিৎকার করতে শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা চালান। খড়ের ঘর হওয়ার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যায় কারণে ঘরের ভিতর থেকে কোনও কিছুই বার করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কী ভাবে আগুন লাগে তা সঠিক ভাবে জানাতে পারেননি তিনি।

স্থানীয় পঞ্চায়েই সদস্য পার্থসারথী মণ্ডল জানিয়েছেন, খবর পেয়েই তিনি ছুটে আসেন। আগুনে সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব তাঁদের পাশে থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি বিধায়ককে জানানো হয়েছে।

আগুনে ভস্মীভূত দু'টি খড়ের পালুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আগুনে ভস্মীভূত দু'টি খড়ের পালুই। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচালেন বহু মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের পালিশগ্রামে।

জানা গিয়েছে, ওই দু'টি খড়ের পালুইয়ের ওপর দিয়ে গিয়েছে ১১ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার। সম্ভবত শর্ট সার্কিটের ফলেই ওই দু'টি ঘরের পালুইয়ে আগুন লেগে যায় বলে অনুমান এলাকাবাসীর। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দু'টি খড়ের পালুই। শনিবার দুপুর ৩টে নাগাদ এই ঘটনা ঘটায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বহু মানুষ। পালিশ গ্রামের কৃষক শেখ আব্দুল আজিম নামের এক কৃষকের ধান ঝাড়ার কাজ চলছিল। সেই সময় হঠাৎ আগুন জ্বলে উঠে। মুহূর্তের মধ্যে দু'টি পালুই দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। আগুন দেখে ধান ঝাড়াইয়ের কাজ করা শ্রমিকরা ছুটে পালিয়ে যান। পরে এলাকার মানুষদের সহযোগিতায় সেই আগুন নিভে গেলেও পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটো খড়ের পালুই।

ওই কৃষক দাবি করেন যে, তাঁর দশ বিঘা জমির খড় ছিল। এখন তিনি তাঁর গবাদি পশুকে কী খাওয়াবেন। তাঁর দাবি, ওই ১১ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক তার যদি অন্যদিকে সরানো যেত বা কভার করা যেত, তা হলে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটত না। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এলাকার মানুষ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ।

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত ২, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে বিষ্ণুপুর থানার চৌবেটার কাছে লরি ও টেম্পো ভ্যানের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। মৃতদের নাম সুজন পাত্র , বয়স ৫০ বছর, অপরজন হাদু পাত্র, বয়স ৪৮ বছর। আহত হয়েছেন নান্টু শীল নামে আরও একজন। এঁদের প্রত্যেকের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর থানা এলাকায়। আহত ব্যক্তিকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে একটি মুরগি বোঝাই টেম্পো ভ্যান ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বিষ্ণুপুর থেকে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় উলটো দিক থেকে একটি ১৪ চাকার লরি বেপরোয়া গতিতে বিষ্ণুপুরের দিকে যাচ্ছিল। চৌবেটার কাছে আচমকাই টেম্পো ভ্যানটিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে লরিটি। ঘটনাস্থলেই টেম্পো ভ্যানের এক সওয়ারির মৃত্যু হয়। আহত হন ওই টেম্পো ভ্যানের আরও দুই সওয়ারি। তড়িঘড়ি উদ্ধার কাজে হাত লাগান স্থানীয় বাসিন্দারা।

এরপর খবর পেয়ে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধারের পাশাপাশি আহতদের উদ্ধার করে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আরও এক আহত ব্যক্তির। পুলিশ দু'টি গাড়িকেই আটক করেছে। তবে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অত্যাধিক দ্রুত গতিতে থাকার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

বহুরূপী শিল্পকলার বিষয় নিয়ে লাভপুরের বিষয়পুরের উত্তম মণ্ডলের জীবনী নিয়ে ইউজিসির তথ্যচিত্রের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ও প্রদর্শন প্রদর্শিত হল সিউড়ি রবীন্দ্র সদনে। শনিবার যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য এবং সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী, লোক গবেষক আদিত্য মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে বীরভূম সংস্কৃতি বাহিনীর নাটক ধর্মমঙ্গল মঞ্চস্থ হয় ইউজিসির তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য যাত্রা অনুষ্ঠান অণ্ডালের উখড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য উখড়া সার্কাস মাঠে দু'দিনের যাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উখড়া যাত্রা কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত যাত্রা অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শুক্রবার। ফিতে কেটে যাত্রা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন উখড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিনা কোলে। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শোভন লাল সিংহ হন্ডে, জেলা পরিষদের সদস্য কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, উখড়া পুলিশ আউট পোস্টের আইসি নাসরিন সুলতানা সহ অন্যরা।

যাত্রা কমিটির সভাপতি অনুরণ লাল সিংহ হান্ডে জানান, শুক্র ও শনিবার দু'দিনে দু'টি যাত্রা মঞ্চস্থ হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান সংগ্রহের জন্যই এই যাত্রা অনুষ্ঠানের আয়োজন বলে জানান তিনি।

যোগায় স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত গৌতমী দাসকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: শনিবার বর্ধমান সহযোদ্ধার উদ্যোগে বর্ধমানের মেয়ে গৌতমী দাসকে সম্মাননা জানানো হয় ১০ নম্বর ওয়ার্ডের সহযোগিতায় আনন্দপল্লী কালীতলায়। উত্তরীয়, গোলাপ চারা, মিষ্টি ও বিভিন্ন জিনিস তুলে দেওয়া হয় তার হাতে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ফাল্গুনী দাস রজক, সক্রিয় সদস্য বৃতি মল্লিক, দেবনাথ মুখোপাধ্যায়, শেখ রতন প্রমুখ। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছন্দা দাস।

এ বিষয়ে গৌতমী জানায়, সে পঞ্জাবের জলন্ধর শহরে আয়োজিত জাতীয় যোগা মিট এ রিদিমিক যোগা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে স্বর্ণপদক পেয়ে আগামী জানুয়ারি মাসে খেলো ইন্ডিয়াতে যাওয়ার সুযোগ পাবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার জিতে নেওয়া বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল গার্লস হাই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রীটি বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও লড়াই করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তার একটাই লক্ষ্য জয়।

গৌতমীর মা গীতা দেবী এই বিষয়ে জানান, খুব ছোট থেকে গৌতমীর অসম্ভব জেদ। সে সাফল্য অর্জন করবে, চরম আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে কাটিয়ে তাঁর মেয়ে এই সাফল্য পাচ্ছে, মা হিসেবে তিনি গর্বিত। গীতা দেবী আরও জানান, তাঁর মেয়ের পাশে বর্ধমান সহযোদ্ধা ছাড়াও বর্তমানে যোগের বিশেষ প্রশিক্ষক ভিয়েতনাম থেকে সৌমেন দাস স্যার এবং হুগলির ত্রিবেণী থেকে স্বপ্না পাল ম্যাম গৌতমীকে যত্ন সহকারে খেলো ইন্ডিয়ার জন্য তৈরি করছেন।

গীতা দেবী জানান, তাঁর মেয়ে একদিন ভারতবর্ষের হয়ে খেলুক এবং আন্তর্জাতিক স্তরেও পুরস্কার অর্জন করুক এটাই তাঁদের স্বপ্ন। বর্ধমানবাসীকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন চরম প্রতিকূলতার সময় তাঁদের পাশে থাকার জন্য।

পর্যটকদের বিনোদন দিতে সাজছে মন্দির নগরী বিষ্ণুপুর

সৈয়দ মফিজুল হোদা ● বাঁকুড়া

বাঁকুড়া জেলার মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুর মানেই অলিতে গলিতে ইতিহাসের ছোঁয়া। ইতিহাস যেন সত্যিই ফিসফিস করে কথা বলে এই শহরের প্রত্যেকটা মহল্লায়। বিষ্ণুপুর লাল মাটির বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত এমন এক নগর যেখানে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শাস্ত্রীয় সংগীত এবং পাশ্চাত্যের এক অপরূপ মেলবন্ধন লক্ষ্য করা যায়। একটা সময় এই নগরে দাপিয়ে বেড়িয়েছিলেন মল্ল রাজারা, তাঁদেরই ফেলে যাওয়া নিদর্শন দেখতেই তো ফি বছর পরিযায়ী পাখির মতো ভিড় জমান পর্যটকরা। মল্ল রাজাদের ফেলে যাওয়া নিদর্শন বলতে দলমাদল কামান, জোড়শ্রেণির মন্দির, বিষ্ণু মন্দির, গুম ঘর, লালবাঁধ আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন মনে। শুধু তাই নয়, মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করার সময় ফেলে আসতে হয় জয়পুরের ঘন সবুজ বনানী, তাও মন কাড়ে পর্যটকদের।

এই বছরও পর্যটকদের বিনোদন দিতে সেজে উঠেছে মল্লগড় বিষ্ণুপুর। তার ওপর বাড়তি পাওনা ঐতিহ্যবাহী বিষ্ণুপুর মেলা, গুটি গুটি পায়ে চলতে চলতে এই মেলার এবছর ৩৬তম বর্ষে পর্দাপণ, শুক্রবার পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন সারলেন এই মেলার। আর মেলার উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে কার্যত চাঁদের হাট বসে গিয়েছিল মন্দিরনগরীতে, উপস্থিত ছিলেন একাধিক প্রশাসনিক কর্তা থেকে শুরু করে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। আগামী ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। এই মেলায় নামী-দামি বিভিন্ন সংগীত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকছে বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনী।

বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ডিসেম্বর মাসের এই সময় থেকে শুরু করে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রচুর পর্যটক বিষ্ণুপুর, জয়পুরে আসবেন। যাতে তাঁদের কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়তি নজরদারি চালনো হবে। ট্যুর গাইডদেরও ইতিমধ্যেই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এই পর্যটন মরসুমকে ঘিরে এখানকার সরকারি-বেসরকারি সব গেস্ট হাউস, হোটেলগুলি প্রায় বুকড এমনটাই জানাচ্ছেন হোটেল ব্যবসায়ীরা। এক হোটেল ব্যবসায়ী জানান, বিষ্ণুপুরের পাশাপাশি জয়পুরেও তাঁদের হোটেলগুলিতে প্রচুর মানুষের সাড়া তারা পাচ্ছেন। সবাইকে রুম দেওয়া সম্ভবও হয়ে উঠছে না।

এখন মল্ল রাজারাও নেই, নেই তাঁদের রাজত্বও, শুধু পড়ে আছে তাঁদের ফেলে যাওয়া নিদর্শন। এইসব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের টানেই তো অগণিত পর্যটকের পা পড়তে চলেছে মল্লগড় বিষ্ণুপুরে।

ঠান্ডা আর কুয়াশায় জেরবার দিল্লি, ব্যাহত বিমান ওঠানামা

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর: হাড়কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গে দোসর হয়েছে ঘন কুয়াশা। গত কয়েক দিন ধরেই রাজধানীর সকাল ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে থাকছে। ফলে দৃশ্যমানতাও কোথাও কোথাও অনেকটাই নেমে যাচ্ছে। সড়ক এবং রেলপথ তো বটেই, এ বার বিমান চলাচলেও তার প্রভাব পড়ল।

দিল্লি বিমানবন্দর সূত্রে খবর, কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা নেমে যাওয়ায় বিমান ওঠানামায় সমস্যা হচ্ছে। শনিবার ঘন কুয়াশার জেরে ১৬টি বিমান ওঠানামায় প্রভাব পড়েছে। তার মধ্যে ১১টি আন্তর্জাতিক এবং পাঁচটি ঘরোয়া বিমান। দেরিতে বিমান ছাড়ায় সমস্যার মুখেও পড়তে হচ্ছে বলে দাবি যাত্রীদের।

গত কয়েক দিন ধরেই দিল্লিতে তাপমাত্রা ৫-৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘুরছিল। তবে দু'দিন ধরে সেই তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও কনকনানি ঠান্ডায় জবুথবু দিল্লি। তার মধ্যে মৌসম ভবন পূর্বাভাস দিয়েছিল, উত্তর ভারতে আগামী কয়েক দিন কুয়াশার দাপট বাড়বে। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ীই, গত দু'তিন দিন ধরে কুয়াশার দাপট অব্যাহত। পশ্চিমি ঝঞ্ঝা সরে যাওয়ায় শনিবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছিল দিল্লি।

মৌসম ভবন জানিয়েছে, দিনে আকাশ মেঘলা থাকবে। বেলা বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে। তবে রবিবার থেকে তাপমাত্রা আবার নামতে শুরু করবে বলে জানিয়েছে মৌসম ভবন।

শুক্রবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার তাপমাত্রা বেড়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত কুয়াশার দাপট থাকতে পারে।

গোরু ভগবান বলে পূজিত হন, গোহত্যা হলে ভগবান ক্ষমা করবেন না: গুজরাত হাইকোর্ট

আমদাবাদ, ২৩ ডিসেম্বর: এ দেশে গোরুকে ভগবান বলে পুজো করা হয়। তাই গোহত্যা হলে কিংবা গোরুর উপর কোনও অত্যাচার হলে ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন না। একটি মামলার শুনানিতে এমনই মন্তব্য করল গুজরাত হাইকোর্ট।

বয়স হলে অনেক গোরুকে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া হয়। দিনে দিনে এই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাস্তাঘাটে গোরুর জন্য দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে; এমনই কিছু যুক্তি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যের হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার সংশ্লিষ্ট মামলার শুনানিতে বিচারপতি আশুতোষ শাস্ত্রী এবং বিচারপতি হেমন্ত প্রচ্ছকের পর্যবেক্ষণ, রাস্তা-ঘাটে মৃত গরু পড়ে থাকা ঠিক নয়। বস্তুত, কিছু দিন আগে খেড়া জেলায় এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেই উদাহরণ টেনে গুজরাত হাইকোর্ট বলে, 'এ জন্য ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন না। মানুষের 'আরামের' জন্য প্রাণীহত্যা অপরাধ। বা যেখানে সেখানে তাদের দেহ পড়ে থাকাও ঠিক নয়।'

মোদিরাজ্যে বয়স হয়ে যাওয়া গোরুদের রাখার জন্য গোয়াল আছে। কিন্তু সেখানে দিনে দিনে এত সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, তাদের রাখাটাই দুষ্কর হয়ে পড়ছে বলে আদালতে জানিয়েছে সরকার পক্ষ। এর আগে গুজরাত জুড়ে 'বিপথগামী' গবাদি পশুদের আক্রমণে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটায় রাজ্য সরকার এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননারও মামলা হয়। সেই আবেদনে রাজ্যে ট্র্যাফিক আইন নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কথাও তুলে ধরা হয়। এ নিয়ে আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়ে গুজরাত সরকার। কেন গবাদি পশুদের নিয়ে ঠিকঠাক ব্যবস্থা হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন করে আদালত।

উল্লেখ্য, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাত, হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলি ছাড়াও ভারতের অনেক রাজ্যেই গোহত্যা নিষিদ্ধ, কোথাও আবার অকেজো গোরুকে হত্যা করার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে, কোথাও গোহত্যা নিষিদ্ধ হলেও গোমাংস খাওয়ায় বিধিনিষেধ নেই।

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality form well reputed Agency/ Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in.Tender Notice No. 2672,Dt.21/12/2023 for Different Civil works of this Municipal area. Tender ID: 2023_MAD_628546_1 to 22.** Last Date of Bid Submission **08 & 09/01/2024 at 17.00 & 18.55 Hrs.**

S/D
Kamal Adhikary,
Chairman
Kanchrapara Municipality

e-TENDER NOTICE

e-TENDER are invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. **e-NIT No: 07(e)/5th SFC(TIED)/NADIA/ BGGP/ 2023-24. Memo No:437/BGGP. Dated: 23/12/2023.** Last date of Bid submission: 09/01/2024 up to 1 AM. For more details please visit : https://wbtenders. gov.in

Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

NOTICE INVITING e-TENDER

1. **e-Tender Reference No- P-1/119/1376/ BCW/EO/2023-24, Dated-21/12/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_628777_1** has been floated Construction of Community Hall at Vill-Sahapur Murapara.
2. **e-Tender Reference No- P-1/1371/116/ XVFC/EO/2023-24, Dated-19/12/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_627721_1 To 9** has been floated 9 (nine) nos. tender at different place under Purbasthali-1 P.S fund 15th FC (2023-24).
3. **e-Tender Reference No - P-1/118/1372/5th SFC/EO/2023-24, Dated- 19/12/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_627285_1 to 2** has been floated Construction of Purbasthali-I Panchyat Samiti Guest House in Block and Development of Waiting Shed in front of Radha Gobinda Mandir.
4. **e-Tender Reference No- 3792/BDO/Purba-1/Rasta Shree, Dated-19/12/2023 Tender ID: 2023_ZPHD_627107_1** has been floated Construction of New Bituminous Blacktop Road from Kapil Muni Ashram to Rail gate

Look for detail you may visit www.wbtenders.gov.in and office notice board.

Sd/- Executive Officer
Purbasthali-I Panchyat Samity
Srirampur, Purba Bardhaman

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **08/Raipur GP/2023-24,** With Vide **Memo No. 829/ RGP/ 15TH FC (Untied) /2023-24, Dated: - 21-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **06/01/2024 Upto 01.00 P.M.**

For details please visit website:- htpp://wbtenders. gov.in

Sd/-, Prodhan
Raipur Gram Panchayat

মদের দোকানে হানা দিতে সীমানা পেরোল নীতীশের পুলিশ!

লখনউ, ২৩ ডিসেম্বর: বেআইনি মদের কারবার ঠেকাতে সীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠল বিহার পুলিশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিহারের গোপালগঞ্জ জেলা পুলিশের কয়েক জন কর্মী এবং আধিকারিক সীমানা পেরিয়ে উত্তরপ্রদেশের কুশীনগরে ঢুকে পড়েন বলে অভিযোগ। এর পর তাঁরা স্থানীয়দের মদ কিনতে বাধা দেওয়ায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

অভিযোগ, বিহার পুলিশ জোর করে এক যুবককে তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কুশীনগর জেলার স্থানীয় তমকুড়িরাজ থানার পুলিশকর্মীরা বাধা দেন। সে সময় দু'রাজ্যের পুলিশকর্মীদের সংঘর্ষও হয়। ওই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্তে নেমেছে কুশীনগর জেলা পুলিশ।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনের অভিযোগ, তাদের না জানিয়েই সীমানা টপকে অভিযান চালিয়েছে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পুলিশ। যা বেআইনি। বিহার পুলিশ যে গাড়িটিতে চড়ে সীমানা টপকে হানা দিতে এসেছিল, তাতে কোনও নম্বর প্লেট ছিল না বলেও অভিযোগ। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতেও ওই নম্বরহীন গাড়ির সামনে দু'রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের উত্তেজিতভাবে তর্ক করতে দেখা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিহারে মদ নিষিদ্ধ হয়েছিল ২০১৬ সালে। সে সময় জেডিইউ-বিজেপি জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নীতীশ। তিনি দাবি করেছিলেন, রাজ্যের মানুষকে সুস্থ ভবিষ্যৎ উপহার দিতে চান তিনি। তার পর কেটে গিয়েছে সাত বছর। কিন্তু বিহার আদৌ মদমুক্ত হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, বিহারে রমরমিয়ে চলছে মদের কালোবাজারি। চলতি ভাষায়, 'ব্ল্যাকে' মদ বিক্রি। পড়শি দুই রাজ্য ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ থেকে চোরাপথে সীমানা পেরিয়ে বিহারে মদ আনা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাচক্রে, বিহার লাগোয়া উত্তরপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডের জনপদগুলিতে মদের দোকানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

লালুপুত্র তেজস্বীকে ফের তলব ইডির

পাটনা, ২৩ ডিসেম্বর: 'জমির বদলে চাকরি' মামলায় লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবকে আবার তলব করল ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, আগামী ৫ জানুয়ারি ইডির দপ্তরে হাজির হওয়ার জন্য নোটিস পাঠানো হয়েছে তেজস্বীকে। ওই দিন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে। একইসঙ্গে, এই মামলায় বয়ান রেকর্ড করার জন্য আগামী ২৭ ডিসেম্বর লালুপ্রসাদকেও ইডি দপ্তরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ১১ মার্চ দিল্লির দপ্তরে তেজস্বীকে ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি। কিন্তু বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী হাজির হননি।

রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সস্তায় জমি কিনে তার পরিবর্তে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তেজস্বীর বাবা লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এর আগে লালু প্রসাদের স্ত্রী রাবড়ি দেবী, কন্যা মিসা ও ভারতীর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। রাবড়ি দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদও করে সিবিআই। সে সময় তল্লাশি হয় তেজস্বীর বাড়িতেও। এর পরেই দিল্লির সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দিতে নোটিস পাঠানো হয়েছিল তেজস্বীকে। আবারও তাঁকে ডেকে পাঠাল ইডি। এই মামলায় এ বছরের এপ্রিলে তেজস্বীকে তলব করে প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। কিন্তু এই প্রথম লালুপ্রসাদকে এই মামলার তদন্তে বয়ান রেকর্ডের জন্য ডেকে পাঠাল ইডি। গত নভেম্বরেই এই মামলায় লালুর পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ অমিত কাত্যালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তাঁকে জেরা করার পরই লালুকে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: - 03/ANDUL-II GP/2023-24,** With Vide Memo No. **523/ Andul-II GP/2023-24, Dated: - 21-12-2023,** The Last date for online submission of tender is **06/01/2024 upto 02.00 P.M.**

For details please visit website: - htpp://wbtenders.gov.in

Sd/-, Prodhan
Andulberia-II Gram Panchaya

Office of the
MADHURKUL GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.- Madhurkul, P.S.- Domkal, Dist.-Murshidabad. (W.B.)
UNDER DOMKAL BLOCK

NIT No: 21/2023-24
Publishing & Submission Start Date: **25.12.2023 from 10.00 AM**
Bid Submission Closing Date: **10.01.2024 up to 11.00 AM**
Bid Opening Date: **12.01.2024 after 11.00 AM**
Details See In: www.wbtenders. gov.in

Sd/-, Prodhan
Madhurkul Gram Panchayat

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. সিএমই/রিপেয়ার-চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজারের পক্ষে উত্তর পূর্ব রেলওয়ে মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গোরক্ষপুর ভারতীয় রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে ই-অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং : ১. ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম : টেন্ডার নং** - "৪৯-জিকেপি- এমডব্লিউএস-২০২৩-২৪" "অক্সিজেন, বিসিজি-এলপিজি এবং সিও২ এবং ২৫১টি ক্যালিব্রেশনের জন্য গ্যাস পাইপ লাইন এবং মেনিফোল্ড পরীক্ষন। কাজের পরিধি অনুযায়ী ট্যাপিং পয়েন্টে গেজ প্রেশার"। **আনুমানিক ব্যয় (টাকায়) :** ৬২৪১০৫.০০, **বায়না জমা (টাকায়) :** ১২৫০০.০০, **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ১২.০১.২০২৪ বেলা ১১টা পর্যন্ত, **টেন্ডার ফর্ম মূল্য : নেই চুক্তির মেয়াদ :** ৯০ দিন। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **"http://www.ireps.gov.in"** থেকে।

ডে. সিএমই/রিপেয়ার
CPRO/Mech-110 গোরক্ষপুর

ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

পূর্ব রেলওয়ে

বিশদ টেন্ডার নোটিস ঃ ১১ডব্লুটিসিএওসিইইআর ২০২৩-২৪ঃ ওপেন ই-টেন্ডার ইন টু স্টেজ রিভার্স অকশন সিস্টেম, তারিখঃ ২২.১২.২০২৩। চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার/কন/পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, ১৪, স্ট্র্যান্ড রোড, এনকেজি, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের ই-টেন্ডারিং-এর জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিসনের অধীনে সীতারামপুর বাই পাস লাইন নির্মাণ। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৪০৭,৩৮,৬৪,২১৮.২৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০ টাকা। **বন্ধের তারিখঃ** ২২.০১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

CON-87/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্নাটকের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উঠল হিজাব নিষেধাজ্ঞা

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর: গত মে মাসে বিধানসভা ভোটে জিতে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া ঘোষণা করলেন, পূর্বতন বিজেপি সরকারের আমলে সে রাজ্যের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরার উপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হল। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'কে, কোথায় কী পোশাক পরবেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ।'

মাইসুরুতে একটি কর্মসূচিতে শুক্রবার রাতে সিদ্দারামাইয়া বলেন, 'আর কোনও বাধা রইল না। এ বার হিজাব পরে যে কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে।' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিজাব পরার অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের 'বিচারাধীন'। ফলে কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্ভবনা রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও আইন বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন আইনি দিক খতিয়ে দেখেই পূর্বতন বিজেপি সরকারের আমলে জারি করা ওই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করেছে।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি কর্নাটকের উদুপিতে একটি প্রি-ইউনিভার্সিটিতে কয়েক জন হিজাব পরিহিত পড়ুয়াকে ক্লাসে বসতে বাধা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। কলেজ উন্নয়ন সমিতির সভাপতি তথা স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক রঘুপতি ভট্ট স্পষ্ট জানিয়ে দেন, হিজাব পরিহিতরা ক্লাসে ঢুকতে পারবেন না। সেই বিতর্ক দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যজুড়ে। হিজাবের পাল্টা হিসেবে গেরুয়া উত্তরীয় পরে আন্দোলন শুরু করে একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন।

কয়েকটি জায়গায় হিজাবের পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলনকারীরা মুখোমুখি হয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গেও একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কয়েকটি জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সমস্ত স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পর ২০২২ সালের ২৬ জানুয়ারি কর্নাটক সরকারের শিক্ষা দপ্তর এ বিষয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। ঘোষণা করা হয়, কমিটি নির্দিষ্ট সুপারিশ করার আগে পর্যন্ত ছাত্রীরা কেবলমাত্র ইউনিফর্ম পরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতে পারবেন। হিজাব বা গেরুয়া উত্তরীয়; কিছুই পরার অনুমতি নেই।

NOTICE

e- tender are invited for execution of different soil conservation works of vide NIT reference No **NIT no- 05 (e)/DDA-SC/2023-24 Dated 15/12/2023,** Last Date for submitting online bid **29/12/2023 AND 5/(e)/Soil Conservation-DPAP/ 2023-24 dt 20-12-2023,** Last Date for submitting online bid **01/01/2024,** in the district Purulia. visit https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Deputy Director of Agriculture
(SC), KRVP Purulia

৩০৩ জন ভারতীয় সমেত বিমান আটক ফ্রান্সে, ঘটনাস্থলে ভারতীয় আধিকারিকরা

প্যারিস, ২৩ ডিসেম্বর: ৩০৩ যাত্রী সমেত নিকারাগুয়াগামী একটি বিমানকে আটকানো হল ফ্রান্সে। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভ্যাট্রি বিমানবন্দরে নামলেও মানব পাচার রুখতেই সেটিকে আটকায় প্রশাসন। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের যোগ রয়েছে বলে মনে করছে ফ্রান্স। ভারতীয় আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। যাত্রীদের কাছে পৌঁছনোর অনুমতি পেয়েছে সেখানকার ভারতীয় দূতাবাস। খতিয়ে দেখা হচ্ছে, ভারতীয়রা সকলে নিরাপদ রয়েছেন কিনা।

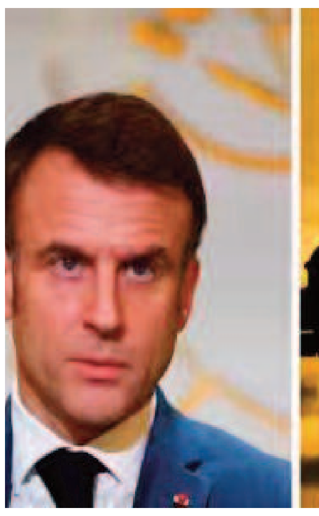

রোমানিয়ার সংস্থা লিজেন্ড এয়ারলাইন্সের এই এ৩৪০ বিমানটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ছেড়েছিল। ভ্যাট্রি বিমানবন্দরে সেটি নামে। বিমানবন্দরের রিসেপশন হলটিকে কার্যত যাত্রীদের ওয়েটিং রুমে পরিণত করা হয়েছে। মোট ৩০৩ জন ভারতীয় বিমানটিতে ছিলেন।

জানা গিয়েছে, বিমানটি ওই বিমানবন্দরটিতে নেমে পড়ে। কারিগরি সমস্যার কারণেই এই অবতরণ বলে পুলিশকে জানানো হয়েছে। অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রে প্রশাসনের কাছে খবর পৌঁছয়। সন্দেহ হলে বিমানটিকে আটকানো হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বিমানে থাকা ৩০৩ জন ভারতীয় মানব পাচারের শিকার হতে পারেন, আবার বেআইনিভাবে তাঁরা আমেরিকা এবং কানাডায় ঢোকার উদ্দেশ্যেও রওনা দিয়ে থাকতে পারেন, এমন সন্দেহও মাথাচাড়া দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফ্রান্সের সংগঠিত অপরাধ-বিরোধী শাখা জেইউএনএলসিও এই ঘটনার তদন্ত করছে।

ফ্রান্সের ভারতীয় দূতাবাসে তরফে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ফরাসি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন যে দুবাই থেকে নিকারাগুয়াগামী একটি বিমানকে ফরাসি বিমানবন্দরে আটক করা হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দূতাবাসের দল। জানা গিয়েছে বিমানটিতে ছিলেন ৩০৩জন ভারতীয় যাত্রী। আমরা পরিস্থিতি তদন্ত করছি। যাত্রীদের সুস্থতাও নিশ্চিত করার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েছি।'

প্যারিস সরকারের এক আইনজীবী জানিয়েছেন, বিমানটিকে ফ্রান্সের বিমানবন্দরে আটক করা হয় মানব পাচার সন্দেহের ভিত্তিতে। ওই বিমানে ছিলেন ৩০৩ জন ভারতীয়। বিমানটি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে উড়েছিল। তবে সন্দেহের ভিত্তিতে ও সুরক্ষা করাণে যাত্রা স্থগিত করা হয় ফ্রান্সের বিমানবন্দরে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ফ্রান্সের বিচার বিভাগ।

চিনের শিনজিয়াং প্রদেশের লপ নুরে চলছে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর প্রস্তুতি

বেজিং, ২৩ ডিসেম্বর: পরমাণু বোমা ফাটাতে চলেছে চিন! অত্যাধুনিক আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করতে চলেছে পড়শি দেশটি! সম্প্রতি প্রকাশ্যে আসা উপগ্রহ চিত্র থেকে মিলছে এমন ইঙ্গিতই। এই খবর প্রকাশ্যে আসতে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিশ্বে।

আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক প্রতিবেদন মোতাবেক, চিনের শিনজিয়াং প্রদেশের লপ নুরে পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। একাধিক উপগ্রহ চিত্রে লালফৌজের সেই তৎপরতা ধরা পড়েছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ করেই লপ নুরে বিরাট বিরাট যন্ত্রের আমদানি করা হয়েছে। ওই অঞ্চলে তৈরি করা হয়েছে বিশাল সেনাঘাঁটি। বিশ্লেষকদের মতে, আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে বেজিং। মনে করা হচ্ছে, চিন পুরোদমে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। নয়তো রাসায়নিক বিস্ফোরকের মাধ্যমে পরমাণু বিস্ফোরণের চেষ্টা করছে।

ধারণা করা হচ্ছে, বেশকিছু ব্যালিস্টিক এবং জাহাজ থেকে ছোড়ার মতো পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে চিন। এবার সেগুলো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। লপ নুরের পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষাগারের উপগ্রহ চিত্র নিয়ে বছরের পর বছর ধরে গবেষণা করে চলেছেন রেনি বাবিয়ার্জ। তিনি অতীতে পেন্টাগনের হয়ে কাজ করেছেন। সেই রেনিই এ বার লপ নুরের সক্রিয় হয়ে ওঠার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ১৯৬৪ সালের ১৬ অক্টোবর প্রথম বার এই লুপ নুরে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা করেছিল চিন।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বরে সানফ্রান্সিসকোতে বৈঠকে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এ নিয়ে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, পরমাণু অস্ত্রে রাশ টানা নিয়ে আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের। তবে মুখে যাই বলুক না কেন, চিন যে চিনেই আছে তা ফের একবার স্পষ্ট হয়ে গেল।

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution the different works. e-Tender details given below:

NIT No.: 771/MOG-I/23, Date: 22.12.2023
NIT No.: 772/MOG-I/23, Date: 22.12.2023
NIT No.: 773/MOG-I/23, Date: 22.12.2023
NIT No.: 774/MOG-I/23, Date: 22.12.2023
NIQ No.: 775/MOG-I/23, Date: 22.12.2023
NIQ No.: 776/MOG-I/23, Date: 22.12.2023

Last Date of Bid Submission: **09.01.2024 at 11:00 Hrs.** For details log on https://wbtenders.gov.in

Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 531/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-24/2023-24 and Memo No.: 532/N1GP & NIT No.: WB/BWN/N1. G.P./NIT-25/2023-24, Date: 23.12.2023** for 02 (Two) nos. scheme under **5th SFC (Tied & Untied) Fund.** Bid Submission Start Date: **23.12.2023 from 05:00 PM.** Bid Submission Closing Date: **09.01.2024 up to 12:00 PM.** Bid Opening Date (Technical): **11.01.2024 at 12:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nabastha-I Gram Panchayat

Bijur-II Gram Panchayat
Vill.- Jotram, P.O.- Satgachia, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender (NIT No.: 12)

e-Tender are invited from Reputed & Bonafied Tenderer vide **Memo No.: 642/Bijur-II/2023, Date: 22.12.2023** for 03 (Three) nos. scheme such as **Creation of Drainage for Grew Water Treatment with Cover from H/o. Jodev Ghosh to Harisadhan Ghosh Cow Shed at Ghoshpur and others** under **15th FC (Tied) Fund.** Bid Submission Start Date: **22.12.2023.** Bid Submission End Date: **08.01.2024 up to 12:00 PM.** Bid Opening Date (Technical & Financial): **11.01.2024 from 11:00 AM and 01:00 PM** respectively. For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Bijur-II Gram Panchayat

Bandul-II Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kasthakurumba, Dist.- Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **Memo No.: BAND-II/638 & NIT No.: BAND-II/e-NIT-06/2023-24 (Sl.-1-6) and Memo No.: BAND-II/640 & NIT No.: BAND-II/e-NIT-07/2023-24 (Sl.-1-6), Date: 22.12.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **25.12.2023 from 10:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **11.01.2024 up to 17:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **15.01.2024 at 10:00 Hrs.** For details visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Bandul-II GramPanchayat

ক্লাসেন ছাড়িয়ে গেছেন ডিভিলিয়ার্স, জয়াসুরিয়াদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছরটা ওয়ানডে ক্রিকেটের। সম্প্রতি শেষ হয়েছে এ সংস্করণের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ওয়ানডে বিশ্বকাপও। ৫০ ওভারের ক্রিকেটে চলতি বছর ব্যাট হাতে দাপট দেখিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো পরীক্ষিত ক্রিকেটাররা। আবার নিজের নামটা আলাদা করে চিনিয়েছেন শুবমান গিল, পাতুম নিশাঙ্কার মতো অপেক্ষাকৃত তরুণেরাও।

গড় ও স্ট্রাইক রেটে নজর কেড়েছেন তাঁরা। তবে এ বছরে হাইনরিখ ক্লাসেন একদিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। না, ক্লাসেন চলতি বছর ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক নন। তাঁর গড়ও সবচেয়ে বেশি নয়। তাঁর চেয়ে সর্বোচ্চ রানের তালিকায় এগিয়ে আছেন আরও ১৪ জন। এরপরও ক্লাসেন নিজেকে আলাদা করেছেন স্ট্রাইক রেটে।

এ বছরে ওয়ানডেতে ক্লাসেন ব্যাট করেছেন ১৪০.৬৬ স্ট্রাইক রেটে। যেটাকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও ভালো মনে করা হয়। চলতি বছরে ক্লাসেন ২২ ইনিংসে করেছেন ৯২৭ রান। ১৪০ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন বলে যে গড়টা কম, তা নয়;৪৬.৩৫। সর্বোচ্চ রানের তালিকায় ক্লাসেনের ওপরে থাকা ১৪ জনের কারও স্ট্রাইক রেটই ১১৩,এর বেশি নয়। ক্লাসেনের পর সর্বোচ্চ ১১৩.২৬ স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন ক্লাসেনের সতীর্থ এইডেন মার্করাম। ২৪ ইনিংসে ৫১.৬৫ গড়ে তাঁর রান ১০৩৩।

২০২৩ সালে ক্লাসেনের এমন স্ট্রাইক রেটের কারণ বেশ কয়েকটি অবিশ্বাস্য ইনিংস। গত সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেঞ্চুরিয়নে ১৩টি করে চার ও ছয়ে ৮৩ বলে ১৭৪ রান করেছিলেন ক্লাসেন। ২৫ ওভার বা এর পরে ব্যাটিংয়ে নেমে ওয়ানডেতে সবচেয়ে বেশি রানের ইনিংস ক্লাসেনের ১৭৪-ই।

এরপর বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে করেছিলেন ৬৭ বলে ১০৯ রান। এর পরের ম্যাচেই বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলেছিলেন ৪৯ বলে ৯০ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস। যে কারণে মূলত ক্লাসেনের স্ট্রাইক রেট এমন চূড়ায় উঠেছে। স্পিন কিংবা পেস, সবার বিপরীতেই স্বভাবসুলভ ক্রিকেট খেলেছেন ক্লাসেন। স্পিনারদের বিপক্ষে ৩৪২

রান করেছেন ১৪১.৪১ স্ট্রাইকে রেটে। আর পেসারদের বিপক্ষে ৫৮৫ রান করেছেন ১৩৭ স্ট্রাইকে রেটে। এ বছর দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ওয়ানডে না থাকায় পরিসংখ্যান পরিবর্তনের সুযোগ নেই।

একটা পরিসংখ্যান দিলে ক্লাসেনের এমন স্ট্রাইক রেটের মাহাত্ম্য আরও বোঝা যাবে। এক পঞ্জিকাবর্ষে এর চেয়ে বেশি স্ট্রাইক রেটে কেউ রান করেননি (কমপক্ষে ৯০০ রান)। এমনকি ২০১৫ সালে অবিশ্বাস্য বছর কাটানো ডি ভিলিয়ার্সও ১৪০ স্ট্রাইক রেটে রান করতে পারেননি। তিনি রান করেছিলেন ১৩৭.৯১ স্ট্রাইক রেটে। তাঁর নামটা আলাদা করে বলার কারণ আছে।

সেই বছরে ওয়ানডেতে ৪৪ বলে ১৪৯ ও ৬৬ বলে ১৬২ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছিলেন ডি ভিলিয়ার্স। ১৮ ইনিংসে ৫ শতক ও ৫ অর্ধশতকে সাবেক এই প্রোটিয়া অধিনায়ক করেছিলেন ১১৯৩ রান, গড় ৮০ ছুঁই ছুঁই। ইংল্যান্ড ওপেনার জনি বেয়ারস্টো ২০১৮ সালে ওয়ানডেতে রান করেছিলেন ১১৮.২২ স্ট্রাইক রেটে। এই তালিকার পঞ্চম স্থানে থাকা সনাৎ জয়াসুরিয়া ১১৩.৫৯ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন ১৯৯৭ সালে।

চলতি বছরটা ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মারও বিশেষ কেটেছে। এক পঞ্জিকাবর্ষে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেটে রান করা ব্যাটসম্যানের তালিকায় তিনি আছেন চতুর্থ স্থানে। ২৬ ইনিংসে ৫২.২৯ গড়ে ১২৫৫ রান করা রোহিত রান তুলেছেন ১১৭.০৭ স্ট্রাইক রেটে।

বছরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক গিল ব্যাট করেছেন ১০৫ স্ট্রাইক রেটে।

২৯ ইনিংসে ৬৩.৩৬ গড়ে তাঁর রান ১৫৮৪। কোহলি ব্যাট করেছেন ৯৯ স্ট্রাইক রেটে। ২৪ ইনিংসে ৭২.৪৭ গড়ে রান করেছেন ১৩৭৭। শীর্ষ দশে সবচেয়ে কম স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন বাবর আজম। ২৪ ইনিংসে ৪৬.৩০ গড়ে ১০৬৫ রান করা বাবরের স্ট্রাইক রেট ৮৪.৬৫।

বল হাতে চমক হরমনপ্রীতের, তবু তৃতীয় দিনে লড়ল অস্ট্রেলিয়া, এগিয়ে ৪৬ রানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ বেলায় হাত ঘুরিয়ে হরমনপ্রীত কৌর দু'টি উইকেট এনে দিলেন বটে। কিন্তু মেয়েদের টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনটা ভাল গেল না ভারতের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের সহ্যশক্তি এবং ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার মানসিকতার কাছে ব্যর্থ ভারতীয় বোলারেরা। দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ২৩৩-৫। এগিয়ে ৪৬ রানে। ১৫৭ রানে এগিয়ে থেকে শনিবার ব্যাটিং শুরু করেছিল ভারত। কিন্তু আগের দিন ক্রিজে থিতু হয়ে যাওয়া দুই ক্রিকেটার দীপ্তি শর্মা এবং পূজা বস্ত্রকর বেশি ক্ষণ ইনিংস টানতে পারলেন না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ভারতের ইনিংস। ৪০৬ রান তুলল তারা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে এটাই তাদের সর্বোচ্চ রান। দীপ্তি ৭৮ রান করেন। পূজা ৪৭ রানে আউট হয়ে যান। ভারতের শেষ তিনটি উইকেটের মধ্যে দু'টি নেন অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বেথ মুনি এবং ফোয়েবে লিচফিল্ড শুরুটা করেছিলেন ভালই। কিন্তু দু'জনেই উইকেট ছুড়ে দেন। 'ব্রেন ফেড' হয়ে মুনি (৩৩) অদ্ভুত ভাবে রান আউট

হন রিচা ঘোষের থ্রোয়ে। অন্য দিকে, স্নেহ রানা তুলে নেন লিচফিল্ডকে। তিনে নামা এলিস পেরি বড় রানের দিকে এগোচ্ছিলেন। তাহলিয়া ম্যাকগ্রার সঙ্গে জুটি গড়েছিলেন ৮৪ রানের। কিন্তু ৪৫ রানেই ফিরে যান পেরি। চতুর্থ উইকেটে বড় জুটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন ম্যাকগ্রা এবং অ্যালিসা হিলি। ম্যাকগ্রা একাধিক বার সুযোগ দেন। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারেরা তা নিতে পারেননি। অবশেষে উইকেট এনে দেন হরমন। তাঁর বলে সুইপ করতে গিয়ে ব্যাট-প্যাডের ফাঁক দিয়ে বল স্টাম্প ফেলে দেয়। ৭৩ রানে আউট হন ম্যাকগ্রা। কিছু ক্ষণ পরে ফিরে যান হিলিও। ক্রিজে রয়েছেন সাদারল্যান্ড (১২) এবং অ্যাশলে গার্ডনার (৭)।

সব পাওয়ার পর সিটিতে নতুন অধ্যায় শুরু করতে চান গার্দিওলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ম্যানচেস্টার সিটি কোচ হিসেবে পেপ গার্দিওলার কি আর কিছু জেতা বাকি আছে? উত্তর হতে পারে এক শব্দে;'না'। ইংল্যান্ডের ঘরোয়া শীর্ষ প্রতিযোগিতা ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জিতেছেন ৫ বার। একাধিকবার এফএ কাপ, লিগ কাপ ও কমিউনিটি শিল্ডও। সিটিকে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় সম্ভাব্য সব শিরোপাই জিতিয়েছেন। এবার ইউরোপে তাকানো যাক। উয়েফা সুপার কাপ জয়ের পাশাপাশি অধরা হয়ে ছিল যে চ্যাম্পিয়নস লিগ, সেটাও জিতিয়েছেন এ বছরের জুনে। বাকি ছিল একটি বৈশ্বিক শিরোপা;ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। তা,ও বাদ রইল না!

গতকাল রাতে ফ্লুমিনেন্সকে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে সিটিকে বৈশ্বিক শিরোপাটিও এনে দিয়েছেন এই স্প্যানিশ কোচ। ২০১৬ সালে সিটির কোচ হয়ে আসার পর প্রায় এই আট বছরে পাওয়া সাফল্যে গার্দিওলা তাই তৃপ্তির ঢেকুর তুলতেই পারেন। ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে গার্দিওলার কথায় সেটিরই

প্রকাশ। তবে সেসব কথার ভেতরে অন্তর্নিহিত বার্তা খুঁজতে গিয়ে সিটির সমর্থকদের মনে একটি প্রশ্নও জাগতে পারে;গার্দিওলা কি তবে সিটি ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন? সেটারও উত্তর সম্ভবত;'না'।

আগেই ভ্রুকুটি না করে গার্দিওলার পুরো বক্তব্যটা আগে শোনা যাক। সিটির এই কোচ বলেছেন, ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের মধ্য দিয়ে এই ক্লাবে তিনি 'একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি টানলেন'। সিটিতে গার্দিওলার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে এখনো ১৮ মাস বাকি। কিন্তু ক্লাব বিশ্বকাপ জয়ের পর সিটি কোচ বলেছেন, 'আমি খুবই খুশি এবং এটা বলতে চাই যে একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি টানলাম। আমরা সব শিরোপাই জিতেছি, আর কিছু জেতার বাকি নেই। তাই মনে হচ্ছে, কাজ শেষ হয়েছে।'

এটুকু পড়ে মনে হতেই পারে, বার্সেলোনা ও বায়ার্ন মিউনিখ মাতানো এই কোচের মনে এবার বুঝি সিটি ছাড়ার ইচ্ছা খেলা করছে। কিন্তু ভুল ভাঙবে তাঁর পরের কথায়, 'এখন সামনে বড়দিন। আমরা এখন আরেকটি বই কিনে নতুন করে লেখা শুরু করব। গত আট বছরের কাজ তো শেষ হয়েছে।'

গার্দিওলা যে 'বই' কেনার কথা বলেছেন, সেটিতে অবশ্যই সিটিতে তাঁর আগামী দিনগুলোর ইঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ এখনই প্রস্থানের কথা ভাবছেন না। সিটি কোচ হিসেবে ক্লাব বিশ্বকাপ ছিল তাঁর ১৪তম বড় শিরোপা। আর এ বছর ক্লাবটিকে জিতিয়েছেন পাঁচটি শিরোপা। ২০২২ সালের নভেম্বরে সিটির সঙ্গে করা দুই বছরের চুক্তি অনুযায়ী এই ক্লাবে তাঁর মেয়াদ শেষ হবে ২০২৫ সালে।

৫২ বছর বয়সী এই কোচ একটু পেছন ফিরে তাকালেন, 'এই অধ্যায়ের ইতি টানার পেছনে রয়েছে আট বছরের অবিশ্বাস্য শ্রম। আমি মনে করি যা যা জেতা সম্ভব, সবই জিতেছি। যা আমরা করেছি, সেটা আসলেই অবিশ্বাস্য। এখন আমরা নতুন একটি বই কিনে তাতে সুন্দর সব ইতিহাস লেখার চেষ্টা করব।'

সিটির কোচ হিসেবে এতটা সাফল্য পাবেন, এটা নাকি ভাবেননি গার্দিওলা। তবে খেলোয়াড়েরা যে এখনো শিরোপা জয়ের জন্য ক্ষুধার্ত, সে কথাও জানালেন সিটি কোচ, 'খেলোয়াড়েরা এখনো প্রেরণা পাচ্ছে, তারা আরও সাফল্য পেতে চায়। এই ক্লাবে অনেক বছর ধরে থাকা অনেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ম্যানচেস্টার আসার পর ভাবিনি যে এত কিছু জিততে পারব এবং শেষে বিশ্বকাপও জিতব।'

মায়ামিতে এ বার এক টুকরো বার্সেলোনা, মেসির দলে যোগ দিলেন বন্ধু সুয়ারেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: বার্সেলোনার সেই স্বর্ণযুগের দল পরের মরসুমে দেখা যেতে চলেছে ইন্টার মায়ামিতে। লিয়োনেল মেসি অনেক আগেই যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মায়ামিতে গিয়েছিলেন সের্জিয়ো বুস্কেৎস এবং জর্দি আলবাও। এ বার মেসির ক্লাবে সই করলেন লুই সুয়ারেস। বার্সেলোনায় যাঁরা ছিলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। সুয়ারেসকে ক্লাব ছেড়ে দেওয়ার পরেও যে বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। আবার তা দেখা যেতে চলেছে আমেরিকার সৈকতশহরে।

মায়ামির তরফে জানানো হয়েছে, ক্লাবের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি করেছেন সুয়ারেস। মেসি, আলবা, বুস্কেৎসের সঙ্গে তিনি বার্সেলোনায় পাঁচ বছরে চারটি লা লিগা ট্রফি জিতেছিলেন। বার্সেলোনা ছাড়ার পর আতলেতিকো মাদ্রিদে কিছু দিন খেলেছিলেন। তার পর যোগ

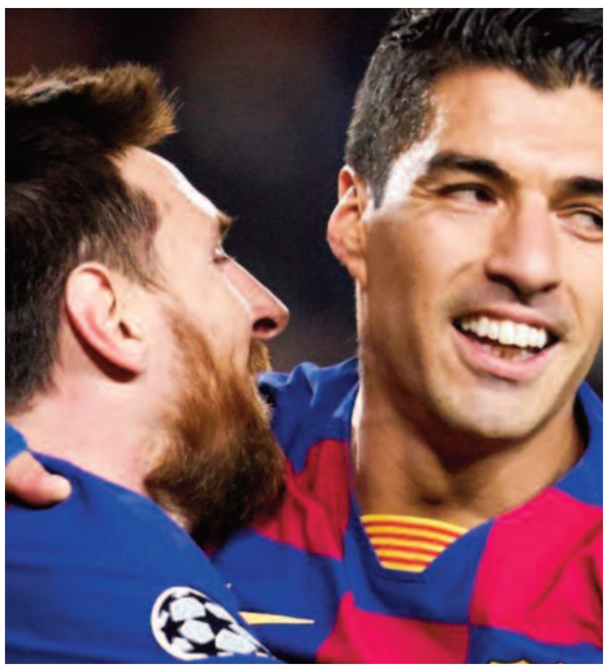

দিয়েছিলেন ব্রাজিলের গ্রেমিয়োতে। সেখান থেকে মায়ামিতে যোগ দিলেন। গ্রেমিয়োর হয়ে ২৬টি গোল এবং ১৭টি অ্যাসিস্ট করেছেন সুয়ারেস। এ বছর তাদের দু'টি ট্রফি দিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে সুয়রেস বলেছেন, তমায়ামির হয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে পেরে আমি উত্তেজিত। মাঠে নামার জন্য তর সইছে না। দারুণ এই ক্লাবের হয়ে অনেক ট্রফি জিততে চাই।দ

মেসি এবং নেমারের সঙ্গে মিলে সুয়ারেস বার্সেলোনায় অপ্রতিরোধ্য ত্রয়ী গড়ে তুলেছিলেন। একসঙ্গে তাঁদের 'এমএসএন' জুটি বলেও ডাকা হত। মেসিই ছিলেন মধ্যমণি। সেই সময় বার্সেলোনা শুধু স্পেন নয়, গোটা ইউরোপ দাপিয়েছে। তবে মেসি এবং সুয়ারেস দু'জনের কেরিয়ারের শেষের দিকে। দেখার যে এই বয়সেও তাঁদের জুটির রসায়ন একই রকম থাকে কি না।

পেসারদের আগুনে নিউজিল্যান্ডে ইতিহাস গড়ল বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: রেকর্ডটা বারবার টিভি স্ক্রিনে ভেসে উঠছিল। সঙ্গে ধারাভাষ্যকার মার্ক রিচার্ডসনের কণ্ঠ। ঘরের মাঠে সব প্রতিপক্ষ মিলিয়ে টানা সর্বোচ্চ ১৮ ওয়ানডে জয়ের রেকর্ডটা অস্ট্রেলিয়ার। এর আগে ঘরের মাঠে টানা ১৭ ম্যাচ জেতা নিউজিল্যান্ড বাংলাদেশকে হারাতে পারলেই রেকর্ডটি ছুঁয়ে ফেলত। সিরিজ জয়ের কাজটা প্রথম দুই ম্যাচ জেতায় আগেই সেরে ফেলেছে কিউইরা। শেষ ম্যাচে তাদের লক্ষ্য ছিল ধবলধোলাইয়ের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ডে ভাগ বসানো।বাংলাদেশ দলও একটা রেকর্ড বদলাতে চাইছিল। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তাদের বিপক্ষে ১৮টি ওয়ানডে খেলা বাংলাদেশ সব কটিতে হেরেছে। সিরিজের শেষ ম্যাচের আগে দুই দলের স্কোরলাইনটা এমন; নিউজিল্যান্ড ১৮-০ বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডে প্রতিটি ম্যাচে খেলতে নামার আগে যে প্রথম জয়ের খোঁজে থাকে বাংলাদেশ, আজও সে লক্ষ্যেই খেলতে নেমেছিল নাজমুল হোসেনের দল। অবশেষে সে লক্ষ্যে সফল হলো। নিউজিল্যান্ডকে তাদের মাটিতে প্রথমবারের মতো ওয়ানডেতে হারাল বাংলাদেশ।

নেপিয়ারের ম্যাকলিন পার্কের কন্ডিশনকে এক কথায় পেস,স্বর্গ বলা যায়। পেস, বাউন্স, সুইং ও সিম মুভমেন্টের এই কন্ডিশনে পেসারদের উল্লাসনৃত্য দেখা যাবে; এমনই ছিল প্রত্যাশা। বাংলাদেশের পেসাররা তা মিটিয়েছেন নিজেদের

ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিপক্ষের ১০ উইকেটই নিয়ে। শরীফুল-তানজিমের আগুনে বোলিংয়ে কিউইদের ইনিংস থামে ৩১.৪ ওভারে ৯৮ রানে। ২০০৭ সালের পর ঘরের মাঠে কিউইদের যেটি সর্বনিম্ন স্কোর, যা ১ উইকেট হারিয়ে টপকে যায় বাংলাদেশ।

ওয়ানডে সিরিজের পর এই দুই দল খেলবে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছোট্ট লক্ষ্যে খেলতে নেমে মনে হতে পারে বাংলাদেশ ২০ ওভারের খেলার প্রস্তুতিটাও সেরে নিল! উদ্বোধনে নামা সৌম্য সরকার ইনিংসের শুরুতে চোখের সমস্যায় ভুগছিলেন। পানি দিয়ে, ফিজিওর প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েও ঠিক হচ্ছিল না। এরপর ১৬ বলে ৪ রানে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন। সৌম্যর ওপেনিং,সঙ্গী এনামুল হক অবশ্য ইনিংসের শুরুর চাপটা কাউকে অনুভব করতে দেননি। নিউজিল্যান্ডের বোলাররা উইকেটের আশায় আক্রমণাত্মক বোলিং করার চেষ্টা করেছেন। তিনিও ব্যাট চালিয়ে গেছেন। ইনিংসের ১৩তম ওভারে তিনি যখন আউট হন, তখন ম্যাচটা বাংলাদেশের হাতের মুঠোয়। দলের রান ১ উইকেটে ৮৪, যার মধ্যে ৩৩ বলে ৭টি বাউন্ডারিতে এনামুলের রান ৩৭। বাকি কাজটা করেছেন নাজমুল নিজেই। সৌম্যর মাঠ ছাড়ার পর দ্রুত রান তুলেছেন তিনিও। জয়সূচক রানটাও এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। আদি অশোকের করা ইনিংসের ১৬তম ওভারের প্রথম বলটাকে কাভারে ঠেলে নাজমুল দৌড়ে ২ রান নিলে নিউজিল্যান্ডের ছোট্ট লক্ষ্য টপকে যায় বাংলাদেশ। ওই ২ রানে ক্যারিয়ারের অষ্টম ওয়ানডে অর্ধশতকও স্পর্শ করেন নাজমুল। নাজমুল শেষ পর্যন্ত ৪২ বলে ৫১ রানে অপরাজিত ছিলেন, ৮টি বাউন্ডারি ছিল নাজমুলের ইনিংসে।

তবে স্মরণীয় জয়ে কৃতিত্ব যতটা না ব্যাটসম্যানদের, তার চেয়ে বেশি বোলারদের। গতিময় বাউন্সি উইকেট পেয়ে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং রীতিমতো গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশ দলের পেসাররা। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হাসান তাঁর চাহিদাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন টসের সময়। উইকেটে ঘাস আছে। আছে বাউন্সও। আর সকালবেলায় কন্ডিশনে সুইং তো থাকবেই। বাংলাদেশ তা কাজে লাগাতে চায়। সিদ্ধান্তটা সঠিক ছিল, তা বোঝা যাচ্ছিল ইনিংসের শুরু থেকেই। শরীফুল ও তানজিমের প্রথম ওভারের কিছু বল মুশফিক ধরেছেন মাথা বরাবর। ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই তানজিমের বলে ব্যাট ছুঁইয়ে মুশফিকের গ্লাভসে ধরা পড়েন ওপেনার রাচিন রবীন্দ্র (১২ বলে ৮)। নিউজিল্যান্ডের স্কোরবোর্ডে তখন ১৬ রান।

উইকেট পতন তো আছেই; সঙ্গে দুই প্রান্তের আঁটসাঁট বোলিংয়ে রানও আসছিল না কিউইদের। ইনিংসের অষ্টম ওভারে তার ফল পেয়ে যায় বাংলাদেশ। সেটাও তানজিমের হাত ধরে। ক্রস সিমে করা অফ স্টাম্পের বাইরের বলে টেনে মারতে গিয়ে মিডউইকেটে ক্যাচ তোলেন তিনে নামা হেনরি নিকোলস (১২ বলে ১ রান)। নতুন বলে জোড়া ধাক্কাটা অবশ্য ধীরস্থির ব্যাটিংয়ে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছিল নিউজিল্যান্ড। টম ল্যাথাম ও উইল ইয়াং ধরে খেলে পাওয়ারপ্লের (২৭ রান) সময়টা পার করেন। কিন্তু প্রথম স্পেলে এলোমেলো বোলিং করা শরীফুলকে ড্রিংকস ব্রেকের পর দ্বিতীয় স্পেলে ফিরিয়ে আনেন নাজমুল, ব্রেকথ্রু আসে তাতেই। লাইন-লেংথের ধারাবাহিকতায় পিছিয়ে থাকা সেই শরীফুলই এক স্পেলে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের ছবিটা পাল্টে দেন। দুর্দান্ত এক ওবল সিম ডেলিভারিতে অভিজ্ঞ ল্যাথামের স্টাম্প ভাঙেন তিনি। এরপর ফুললেংথ থেকে অ্যাঙ্গেলে বেরিয়ে যাওয়া বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে পয়েন্টে মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে ধরা পড়েন ৪৩ বলে ২৬ রান করা ইয়াং। নিউজিল্যান্ডের রান তখন ৪ উইকেটে ৬১। কিছুক্ষণ পরই আরও একবার শরীফুলের আঘাত। সদ্য ক্রিজে আসা মার্ক চ্যাপম্যানকে (২) ওবল সিমে করা বলে বোল্ড করেন এই বাঁহাতি। ওই স্পেলেই ৬৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে বসে কিউইরা। সেখান থেকে কিউইদের আর ঘুরে দাঁড়াতে দেননি তানজিম। নতুন বলে দাপুটে বোলিং করা এ পেসারকে ফেরান নাজমুল, ২৩তম ওভারে নিউজিল্যান্ডের সর্বশেষ স্বীকৃত ব্যাটসম্যান টম ব্লান্ডেলকেও (৪) ড্রেসিংরুমের পথ দেখান তিনি। নিউজিল্যান্ডের রান তখন ৬ উইকেটে ৭০। কিউইদের নিচের সারির ব্যাটসম্যানরা রানটাকে তিন অঙ্কে নিতে দেননি সৌম্য সরকার। তাঁর ছোট ছোট মুভমেন্ট সামলাতে পারেনি জশ ক্লার্কসন, অ্যাডাম মিলনে ও আদি অশোক। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে উইলিয়াম ও'রর্ককে বোল্ড করে উইকেটশিকারিদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমানও। পেসারদের এমন বোলিং পারফরম্যান্সে দলের মূল স্পিনার মিরাজকে করতে হয় মাত্র ১ ওভার, রিশাদ হোসেন ৩ ওভার। পেসারদের মধ্যে ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন তানজিম, শরীফুল ও সৌম্য।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**